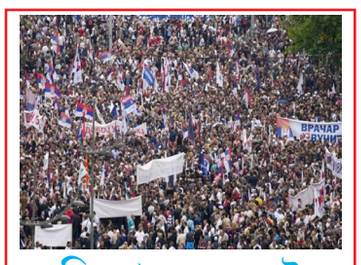

বিক্ষোভের মধ্যেই সার্বিয়ায় নতুন সরকার

● ● ● ●

সারে-জমিন

মুর্শিদাবাদে ‘জয় শ্রীরাম’ বলতে জোর, যুবককে হেনস্থার অভিযোগ

রূপসী বাংলা

বর্তমান শিক্ষা সংকট থেকে উত্তরণের উপায়

সম্পাদকীয়

শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল

দাওয়াত

এটাই আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সেরা জয়: পন্টিং

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৭ এপ্রিল, ২০২৫
৩ বৈশাখ ১৪৩২
১৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 103 ■ Daily APONZONE ■ 17 April 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

নতুন প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন গভাই

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় শীর্ষ বিচারপতি বি আর গভাইকে তার উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করে বুধবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রককে চিঠি লিখে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না নাম ঘোষণা করেন।
সরকারের অনুমোদন পেলেই বিচারপতি গভাই হবেন দেশের ৫২তম প্রধান বিচারপতি।
২০১৯ সালের ২৪ মে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হওয়া ৬৪ বছর বয়সি বিচারপতি গভাই বর্তমান প্রধান বিচারপতি খান্নার অবসরের পর প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন এবং ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।
২০২৫ সালের ১৩ মে অবসর নেবেন বিচারপতি খান্না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর।
মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বাসিন্দা বিচারপতি গভাই ১৯৮৫ সালের ১৬ মার্চ বারে যোগ দেন এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত বম্বে হাইকোর্টের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল ও বিচারক রাজা এস ভোঁসলের সঙ্গে কাজ করেন।
তিনি নাগপুর পৌর কর্পোরেশন, অমরাবতী পৌর কর্পোরেশন এবং অমরাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী পরামর্শদাতা ছিলেন। বিচারপতি গভাই ১৯৯২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৯৩ সালের জুলাই পর্যন্ত বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে সহকারী সরকারী উকিল এবং অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর এবং ১৭ জানুয়ারি, ২০০০ থেকে সরকারি আইনজীবী এবং পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে নিযুক্ত হন।
২০০৩ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে উন্নীত হন এবং ২০০৫ সালের ১২ নভেম্বর হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হন।

ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখা চলবে না: সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: বুধবার সুপ্রিম কোর্টে বিতর্কিত ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর বিরুদ্ধে মামলার শুনানি হয়েছে। দুই ঘণ্টার দীর্ঘ শুনানির পর বেঞ্চ আইনটির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ১০০টিরও বেশি আবেদনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জবাব চাওয়ার প্রস্তাব দিলেও এখন পর্যন্ত আইনটির কার্যকারিতার উপর কোনও স্থগিতাদেশ বিবেচনা করতে অস্বীকার করে। পরিবর্তে, আদালত ন্যায়বিচারের ভারসাম্য বজায় রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিকতার বিরুদ্ধে ৭২টি আবেদনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ এদিন যে মূল মতপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল, যে সম্পত্তি আদালত কর্তৃক ওয়াকফ বলে ঘোষণা করা হয়েছে বা ওয়াকফ বলে গণ্য করা হয়েছে সেগুলি ওয়াকফ হিসাবে ডি-নোটিফিকেশন করা হবে না বা নন-ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হবে না, তা ব্যবহারের ভিত্তিতে ওয়াকফ বা ঘোষিত ওয়াকফ বা আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা অন্য কোনওভাবে হোক না কেন।
দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ সম্পত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা কালেক্টর তার সমীক্ষা বা কর্মধারা অব্যাহত রাখতে পারেন, তবে তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে না। তিনি চাইলে এই আদালতে আবেদন করতে পারেন এবং আদালত তা সংশোধন করতে পারে।
তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারি পদাধিকার বলে ধর্ম নির্বিশেষে তাদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে, তবে অন্যান্য সদস্যদেরর সবাইকে মুসলমান হতে হবে।
ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সাংবিধানিকতার বিরুদ্ধে ৭২টি আবেদনের শুনানি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। বিচারপতি বিশ্বনাথন

বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চে হয়। শুনানিতে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ক্ষুব্ধ বেঞ্চ কেন্দ্রের পক্ষে আইনজীবী সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে জিজ্ঞাসা করে, কেন্দ্রীয় সরকার কি হিন্দু ধর্মীয় ট্রাস্টে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছুক? তাহলে তা প্রকাশ্যে জানান।

শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য: এক নজরে

■ আদালত যে সম্পত্তিকে ইতিমধ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছে, তা ব্যবহারকারীর হোক বা না হোক, বাতিল করা যাবে না। তা ওয়াকফ সম্পত্তি।
■ কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে সরকারি পদাধিকার ব্যতীত সব সদস্য মুসলিম হতে হবে, কোনও অমুসলিমকের সদস্য করা চলবে না।
■ তদন্তের দায়িত্বে থাকলেও সম্পত্তি ওয়াকফ কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা জেলা কালেক্টরের থাকবে না।

কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এবং মুসলিম সংগঠন ও স্বতন্ত্র আবেদনকারীদের পক্ষে কপিল সিব্বল, রাজীব ধাওয়ান, অভিষেক সিংভি এবং সিইউ সিংয়ের মতো প্রবীণ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি নোটিশ জারি করে অন্তর্বর্তী আদেশ দেওয়ার প্রস্তাব দেন।
প্রধান বিচারপতি বলেন, আদালত কর্তৃক ওয়াকফ হিসাবে ঘোষিত সম্পত্তিগুলিকে ডি-নোটিফিকেশন করা উচিত নয়, তা ওয়াকফ-বাই-ইউজার বা ওয়াকফ ডিড দ্বারা হোক না কেন।
বেঞ্চ সংশোধিত আইনের একটি বিধানে স্থগিতাদেশ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে সম্পত্তিটি সরকারি জমি কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কালেক্টরের তদন্তের সময় তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে হিসাবে গণ্য হবে না।
প্রধান বিচারপতি বলেন, সাধারণত কোনো আইন পাস হলে তা আদালত হস্তক্ষেপ করে না। তবে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। শুনানিতে বেঞ্চ এবং সলিসিটর জেনারেলের মধ্যে তীব্র বাক্যবিনিময় দেখা যায়। বোর্ডে অমুসলিমদের সদস্য নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বেঞ্চ। বেঞ্চ তুষার মেহতার কাছে জানতে চায়, আপনি কি বলতে চাইছেন যে মুসলিমরাও এখন হিন্দু এনডাওমেন্ট বোর্ডের অংশ হতে পারে? দয়া করে এটি পদাধিকার বলে দু'জনের বেশি অমুসলিম সদস্যকে ওয়াকফ বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না জানিয়ে হলফনামায় জানান মেহতা। বেঞ্চ অবশ্য জানায়, নতুন আইনে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলের ২২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৮ জন মুসলিম হতে পারবেন। যদি আটজন মুসলমান হন, তাহলে সদস্য পদে দুজন বিচারক যারা মুসলিম নাও হতে পারেন। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে অমুসলিমরা। এটা কীভাবে প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? সেই প্রশ্ন তোলা হয়। তুষার মেহতা হিন্দু বিচারপতি সম্বলিত বেঞ্চের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে বেঞ্চ অসন্তোষ প্রকাশ করে। প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা যখন এখানে বসি, তখন আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ঝেড়ে ফেলি। আমাদের কাছে আইনের চোখে সব দল সমান। এই তুলনা একেবারেই ভুল। তাহলে কেন হিন্দু মন্দিরের উপদেষ্টা বোর্ডে অহিন্দুদের ঢুকতে দেওয়া হবে না?
শীর্ষ আদালত ২এ ধারার বিধান নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ধরা যাক যেখানে ১০০ বা ২০০ বছর আগে পাবলিক ট্রাস্টকে ওয়াকফ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, আপনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছেন যে এটি ওয়াকফ নয়। ১০০ বছর আগের অতীত এভাবে নতুন করে লেখা যায় না!
আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিবাল প্রশ্ন তোলেন, ওয়াকফ সংশোধনী আইনে সরকার কীভাবে শর্ত প্রবর্তন করে ওয়াকফ করতে হলে কোনও ব্যক্তিকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি ওয়াকফ তৈরির জন্য কমপক্ষে ৫ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে।
তিনি বলেন, আমি যদি ওয়াকফ স্থাপন করতে চাই, তাহলে আমাকে রাষ্ট্রের কাছে দেখাতে হবে যে আমি ৫ বছর ইসলাম পালন করছি। আমি যদি মুসলিম হয়ে জন্মাই তাহলে কেন আমি তা করব?
সিব্বাল বলেন, ৩০০ বছর আগের কোনও ওয়াকফ সম্পত্তি থাকলে সরকার বলবে তার দলিল পেশ করার জন্য। এই সম্পত্তিগুলির অনেকগুলি কয়েকশো বছর আগে তৈরি করা হয়েছিল এবং কোনও নথি নেই। আবেদনকারীদের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাজীব ধাওয়ান বলেন, ওয়াকফ ইসলামের একটি প্রয়োজনীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সিনিয়র অ্যাডভোকেট এ এম সিংভি বলেছিলেন যে 'ওয়াকফ-বাই-ইউজার' মুছে ফেলা বিপজ্জনক, কারণ আট লক্ষ সম্পত্তির মধ্যে প্রায় চার লক্ষ ওয়াকফ-বাই-ইউজার, যা এখন "কলমের এক খোঁচায়" অবৈধ হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি।

ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে বিশেষ বার্তা

মুর্শিদাবাদে দাঙ্গা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত: মুখ্যমন্ত্রী

এম মেহেদী সানি, সজিবুল ইসলাম ও সারিউল ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন ঘিরে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তির আবহে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটি ইমাম সংগঠনের ডাকে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এদিনের বক্তব্যে তিনি শান্তির আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর কথায় উঠে আসে বিজেপির বিরোধীতা ও সমালোচনার সুর, সুর চড়ান ওয়াকফ ইস্যুতে।
ইমামদের ওই সম্মেলনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের পাশে নিয়ে মমতাকে বারবার বলতে শোনা যায় 'লড়াইটা আমাদের সংবিধান রক্ষার, লড়াইটা দেশ রক্ষার, লড়াইটা আমাদের শান্তির পক্ষে, লড়াইটা মানবিকতা, সংহতির পক্ষে।' তিনি বলেন, "আমি আছি, আপনারা শান্ত থাকুন। বিজেপির ফাঁদে পা দেবেন না।"
গত সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশকিছু অংশে যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, সেই এলাকা কংগ্রেস সাংসদ ঈশা খান চৌধুরীর অন্তর্গত। নাম না করেই কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "ভোটে জিতে গেলে আর মানুষের পাশে থাকা যায় না? এই সমস্যার সময় কোথায় ছিলেন আপনারা?" কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "শুধু ভোটের সময় দেখা দিলে হবে না, মানুষের দুঃখের সময় পাশে থাকতে হয় ।"
বিজেপিকেও নিশানা করে মমতা বলেন, "ওরা বলছে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। সীমান্তে দায়িত্বে তো বিএসএফ। আর বিএসএফ তো কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে। তাহলে দোষটা কার? নিজেরা সীমান্ত সুরক্ষা করতে পারছে না, আবার বাংলার বদনাম করছে।"
নাম না করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "আপনি তো কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী হবেন না। তাহলে এত দৌড়ঝাঁপ কেন করছেন? মোদিজিকে অনুরোধ করব, অমিত শাহকে নিয়ন্ত্রণ করুন। সব এজেন্সি দখল করে বসে আছে।"

তিনি আরও দাবি করেন, মালদা লোকসভা কেন্দ্র, যা আংশিকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, সেখানে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে চেয়েছিল। তাঁর আহ্বান, "ইমাম, মোয়াজ্জিন, পুরোহিত– যাঁরা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের অনুরোধ করছি, যদি একটুও আমার উপর ভরসা থাকে, তাহলে বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দেবেন না।"
ওয়াকফ আন্দোলনকে ঘিরে সাম্প্রতিক হিংসায় মৃতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করে মমতা জানান, "মুর্শিদাবাদের দাঙ্গায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। যাদের বাড়িঘর ভেঙে গেছে, তাদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। যাদের দোকান ভেঙে গেছে, নতুন দোকান বানিয়ে দেওয়া হবে।"
বিএসএফের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "পরনে বিএসএফের পোশাক অথচ পায়ে সাধারণ জুতো। বিএসএফ কীভাবে কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত করে দেখা হবে।"
কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনারা চান রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড ভেঙে যাক। আর কত পাওয়ার চান আপনি। এখন তো আপনাদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তারপরও আপনি এই সব করছেন! চন্দ্রবাবু, নীতীশ বাবু তো চুপচাপ বসে আছে। একটু পাওয়ারের জন্য আপনারা এইসব করছেন।"
লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া' তৈরি হয়েছিল। ওয়াকফ নিয়ে 'ইন্ডিয়া'র সব দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, "এখন ওয়াকফ করছে, এর পর ইউনিয়ন সিভিল কোড (অভিন্ন দেওয়ানিবিধি) চালু করতে চাইবে। আমি বলব, 'ইন্ডিয়া'র সব দল এ সবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে নামুক।"
প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কেও সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতা বলেছেন, "এখানে এক আর বাইরে এক? দুবাইয়ে গেলে কাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন? সৌদি আরবে গেলে কার সঙ্গে গলা মেলান?"
সব মিলিয়ে এদিনের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন শান্তি ও সংযম বজায় রাখার বার্তা দেন, তেমনি স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় ও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন । তাঁর কথায়, সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই এই লড়াই, আর সেই লড়াই হবে শান্তিপূর্ণ পথে, সঠিক জায়গায়– অর্থাৎ দিল্লিতে ।
মমতার বার্তা, "দরকার হলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করুন। রাস্তায় থাকুন। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরাও থাকবেন। ইন্ডিয়া টিম-এর লোকেরাও থাকবেন। হিন্দু ভাইবোনদের বলব, এটা বিজেপি প্ররোচণা দিচ্ছে। ওদের সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছে। আপনারাও সম্পত্তিতে হাত দিলে আপনাদের গায়ে জ্বালা হত। তবুও আমরা প্রতিবাদ করেছি। সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে।"
ছবি: মোহাম্মদ জাকারিয়া

মুর্শিদাবাদের সহিংসতায় সিট গঠন রাজ্যের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বুধবার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় সাম্প্রতিক সহিংসতার তদন্তের জন্য নয় সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের ঘোষণা করেছে, যেখানে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। ওয়াকফ বিল বিরোধী আন্দোলন ঘিরে ১১ এপ্রিল বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠে, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনজনের মৃত্যু হয়, একাধিক আহত এবং উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতি হয়। সহিংসতায় পিতা পুত্র নিহত হন। এছাড়া পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মুর্শিদাবাদে বিএসএফের ৯টি কোম্পানি মোতায়েন করেছে। এই ৯টি সংস্থার মধ্যে ৩০০ বিএসএফ জওয়ান স্থানীয়ভাবে রয়েছে। রাজ্য সরকারের অনুরোধেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রথম নজর

শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন অবরোধ, যাত্রী দুর্ভোগ

আসিফা লস্কর ● লক্ষীকান্তপুর

আপনজন: নতুন বছরের শুরুতেই ট্রেন অবরোধ ট্রেন অবরোধের জেরে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা একাধিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একাধিক লোকাল ট্রেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বুধবার সকাল আটটা থেকে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন অবরোধ করেন ট্রেনের নিত্যযাত্রীরা। এর ফলে কাকদ্বীপ, নামখানা, লক্ষীকান্তপুর, জয়নগরের মতন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে মৃত্যু যাত্রীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, এই সমস্ত রেললাইনে লোকাল ট্রেনের সংখ্যা অনেকটাই কম। এবং সম্প্রতি সাধারণ রেলের বগী গুলিকে মহিলা কামরা করা হয়েছে। এর ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা।অবরোধ শুরু হয় মূলত কাকদ্বীপ লাইনের ধপধপি স্টেশন থেকে। ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের স্টেশনেও। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে পড়েন যাত্রীরা। ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের বক্তব্য, রেল কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে ১২ বগির মধ্যে এতগুলি কামরা সংরক্ষিত করে রাখছেন? নারী নিরাপত্তার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তার জন্য সাধারণ যাত্রীদের উপরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হলে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। অন্যদিকে, রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মহিলা যাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে। সেই কারণেই তাঁদের জন্য বাড়তি কামরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পুরুষ যাত্রীদের দাবি বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সমাধান খোঁজা হবে বলে জানানো হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। নিত্যযাত্রীদের দাবি,১২ বগির ট্রেনে আগে যেখানে ২টি মহিলা কামরা থাকত। বর্তমানে তা বাড়িয়ে ৪টি করা হয়েছে। তার সঙ্গেই রয়েছে ২টি ভেন্ডার কামরা। ফলে মোট ৬টি কামরা সাধারণ পুরুষ যাত্রীদের জন্য থাকছে। নিত্যযাত্রীদের প্রশ্ন, মাত্র ৬টি কামরায় লক্ষ লক্ষ যাত্রী কী ভাবে যাতায়াত করবেন? কর্মস্থলে পৌঁছনো, ট্রেন ধরার সময়সূচি সব ভেস্তে যাচ্ছে। এই সমস্যা দূর করার দাবিতে আজ সকাল থেকেই রেল অবরোধে নেমেছেন দক্ষিণের একাধিক স্টেশনের যাত্রীরা।

বেতন বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে কর্ম বিরতিতে শামিল পার্শ্ব শিক্ষকেরা। বঞ্চিত পার্শ্ব শিক্ষক মঞ্চের ডাকে বুধবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মিউজিয়ামের সামনে কর্ম বিরতির পাশাপাশি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয় পার্শ্ব শিক্ষকেরা।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৭৫০ জন পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধি এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও পার্শ্ব শিক্ষকেরা এই কর্মবিরতি করছেন। পাশাপাশি, অবিলম্বে পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বিধানসভায় আইন পাস করে পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থায়ীকরণ, সিসিএল চালু করা সহ প্রায় ৪ দফা দাবিতে জেলা শাসকের নিকট লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন পার্শ্ব-শিক্ষকেরা।

এবিষয়ে বঞ্চিত পার্শ্ব-শিক্ষক মঞ্চের কর্মকর্তা সুপ্রিয় রায় জানান, 'পার্শ্ব-শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি যাতে ঘটে সেই দাবির পাশাপাশি বিধানসভায় আইন পাস করে পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন জীবিকার যাতে আরো উন্নতি ঘটানো যায়, তার জন্য গোটা রাজ্য জুড়েই আমাদের আন্দোলন চলছে। ১৬ এবং ১৭ এপ্রিল আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

তারই অংশ হিসেবে আজ আমরা অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।২০২৪ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখের অর্ডার অনুযায়ী আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।'

তিনি আরো জানান, '২০০৪ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করার পরও পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যাপকভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাই বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ হলো আমাদের মূল দাবি।'

ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে মুখরিত পাইকর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার পাইকরে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হল সাধারণ মানুষ। বুধবার, ১৬ই এপ্রিল সকাল থেকে পাইকর হাজরা মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় 'পাইকর সেভ ওয়াকফ কমিটি'-র পক্ষ থেকে। সকাল থেকেই পাইকর হাজরা মাঠে জমায়েত হতে থাকেন এলাকার বহু মানুষ। শুধু পুরুষরাই নন, এই প্রতিবাদ সভায় উল্লেখযোগ্যভাবে মহিলাদেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মঞ্চ থেকে একাধিক বক্তা ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে সংখ্যালঘু অধিকার ও ধর্মীয় সম্পত্তির উপর 'আঘাত' বলে চিহ্নিত করেন। জনসভার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাইকর থানার তরফে ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। বিশৃঙ্খলা রুখতে মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

এই জনসভার শেষে সকাল ১১:৩০ নাগাদ, পাইকরের বিডিও অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেন কমিটির সদস্যরা। তাঁদের দাবি–ওয়াকফ সংশোধনী বিল অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, ধর্মীয় সংস্থার সম্পত্তিতে সরকারের হস্তক্ষেপ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যাবে না।

বিভেদ নয়, সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিয়ে মিছিল মানিকচকে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন:'মুখ্যমন্ত্রী সাপের মুখেও চুমু খাচ্ছে, আবার ব্যাঙের মুখেও চুমু খাচ্ছে।' মালদার মানিকচকে বিভেদ নয়, সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিয়ে '২০ এপ্রিল ব্রিগেড চলো' উপলক্ষে মোথাবাড়িতে একটি মিছিলে অংশ নিয়ে এমন ভাবেই কটাক্ষ করলেন সিপিআইএম এর রাজ্য নেতৃত্ব মোহাম্মদ সেলিম।

তিনি আরও বলেন, এই রাজ্যে গন্ডগোল হচ্ছে আর বাংলাদেশের নাম উঠছে, তাহলে এখানকার পুলিশ প্রশাসন আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি করছেন? আঙ্গুল চুষছেন? আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারেরই দায়িত্ব। হনুমান জয়ন্তী,রাম নবমী, তার সঙ্গে ঈদ এই ধরনের অনুষ্ঠান ঘিরে গন্ডগোলের আশঙ্কা চলছিল। তাহলে পুলিশের কাছে কেন কোন খবর ছিল না ? কেন এসপি কে বরখাস্ত করা হলো না। আমরা ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিলাম। কোনদিনও দাঙ্গা হয়েছে? এভাবেই রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপড়ে দেন সেলিম।

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে মালদা জেলার মোথাবাড়িতে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে প্রশাসনকে। রযদিও প্রশাসনের দাবি ছিল মিথ্যে গুজব থেকেই অশান্তি হয়। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। এরপর একে একে মোথাবাড়ি ঘুরে গিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব শুভেন্দু অধিকারী,সুকান্ত মজুমদার। রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তৃণমূল নেতৃত্বরাও গুজবের তত্ত্ব সামনে রেখে আসরে নেমে শান্তি ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এবার মোথাবাড়ি পৌঁছলেন সিপিআইএম এর রাজ্য নেতৃত্ব মোহাম্মদ সেলিম।বিভেদ নয়, সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিয়ে '২০ এপ্রিল ব্রিগেড চলো' উপলক্ষে মোথাবাড়িতে একটি মিছিলে অংশ নিয়ে প্রচারে নামেন তিনি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এখন দেখার মোথাবাড়ি ইশ্যুকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কতদিন মানুষের পাশে ছুটে আসে? নাকি শুধু ২০২৬ এর লক্ষেই এই উদ্যোগ। সেটা অবশ্য সময়ই বলবে!

মুর্শিদাবাদে 'জয় শ্রীরাম' বলতে জোর, যুবককে হেনস্থার অভিযোগ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মাঝেমধ্যেই খবরের শিরোনামে উঠে আসে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের কথা। এবার সেই আঁচ পড়ল সম্প্রীতির মুর্শিদাবাদে! একটা সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। এই শহরে সম্প্রীতি আজও বিদ্যমান। তবে কিছু সংখ্যক পঁচা আলুর কারণে গোটা বস্তা কে খারাপ নজরে দেখছে সমাজ।

তবে এখানে প্রসঙ্গ আলুর নয়, মানুষের। সম্প্রীতির শহরে বিভাজনের নতুন পথ খুঁজেছে একশ্রেণীর সুবিধাভোগী। শহরে তথা জেলায় সম্প্রীতির পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে কোথাও যেন একধরনের 'রাজনৈতিক চক্রান্ত' শুরু করেছে তাঁরা। কখনো আন্দোলনের মাঝে লোক ঢুকিয়ে শান্ত পরিবেশ উত্তপ্ত করা, আবার কখনো রাস্তার মাঝে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘিরে ধরে জোরজবরদস্তি 'জয়শ্রী রাম' বলানো।

মঙ্গলবার রাত ১০ টা ৫৪ মিনিট, মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত নাকুড়তলা মোড়ে পার্শ্ববর্তী ভাটপাড়া গ্রামের এক যুবক বসে ফোনে কথা বলছিলেন। পেশায় বিস্কুট ব্যবসায়ী কালু শেখ বলেন, "সে সময় দক্ষিণ দিক থেকে অপরিচিত দু'জন যুবক এসে আমাকে জয়শ্রীরাম বলতে জোরজবরদস্তি করতে থাকে। তারপর আরও কয়েকজন জড়ো হয় সেখানে। আমাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে তাঁরা। কিছুক্ষণ পর ওঁরা চলে যায়, আমি তখন চুপচাপ বাড়ি চলে আসি।" এই ঘটনার পর বুধবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই যুবক। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের পাশের একটি দোকান থেকে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা যায়নি। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশকর্তা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করলে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

মুর্শিদাবাদে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এসডিপিআই প্রতিনিধি দলের

আলম সেখ ● জঙ্গিপুর

আপনজন: সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ, সুতি ও ধুলিয়ান অঞ্চলে ঘটে যাওয়া দাঙ্গা ও হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ ওই সমস্ত এলাকা পরিদর্শন করল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এসডিপিআই)। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সম্পাদক তায়েদুল ইসলাম, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কামাল বাসিরুজ্জান ও সদস্য হাসিবুল ইসলাম। দলের তরফে জানানো হয়েছে, সামশেরগঞ্জে দাঙ্গায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার এবং সুতির কাশেম নগরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত ইজাজ আহমেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দেন প্রতিনিধিরা। পরিদর্শনের পর জাতীয় সম্পাদক তায়েদুল ইসলাম বলেন, "এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এই হিংসার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ উঠেছে– পুলিশের নীরবতা ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সুযোগ নিয়েছে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরা।" তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা হস্তক্ষেপ করেন, ফলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। এসডিপিআই অভিযোগ করেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যরা সন্ধ্যার পর টহলের নামে বাড়ি বাড়ি ঢুকে মারধর করছে, মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে এবং অলঙ্কার ও সম্পত্তি লুট করছে। এ ধরনের আচরণকে তাঁরা গণতান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দেন। দলের দাবি, এটি কোনও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা নয়, বরং ওয়াকফ আইন বাতিলের প্রতিবাদে হওয়া মিছিলে বহিরাগতদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছে। বিজেপি-ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীরা সেই উত্তেজনার সুযোগ নিয়ে সংঘর্ষে মদত দেয় এবং এলাকায় ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। গ্রেফতার সংক্রান্ত বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসডিপিআই। দলটির অভিযোগ, বহু নিরীহ যুবককে আটক করা হয়েছে, কিন্তু তাদের কোথায় রাখা হয়েছে তা পরিবার বা আইনজীবীদের জানানো হচ্ছে না। তাঁদের দাবি, সমস্ত গ্রেফতারকৃতদের অবিলম্বে আদালতে পেশ করতে হবে এবং বেআইনি হেফাজতের অবসান ঘটাতে হবে। এসডিপিআই-এর পক্ষ থেকে এক উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং এলাকায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কাছে জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সামসেরগঞ্জ পরিদর্শন করে সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা দিল সদ্ভাবনা মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ সদ্ভাবনা মঞ্চের পক্ষ থেকে সামশেরগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত হিংসা কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়। হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত উভয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। সদ্ভাবনা মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য প্রসূন ভৌমিক, মানবাধিকার কর্মী ছোটন দাস, জামাআতে ইসলামী হিন্দের জেলা সভাপতি তথা সদ্ভাবনা মঞ্চের সভাপতি মোঃ শামসুল আলম, মঞ্চের অন্যতম সদস্য লালবাগ রাধামাধব মন্দিরের পুরোহিত বিশ্বজিৎ রায়, ডিএনসি কলেজের অধ্যাপক মসিউর রহমান (সেক্রেটারি হালকা), সমাজকর্মী রাজীব ক্রান্তি রায়, মানবাধিকার সংস্থা এপিসিআর এর জেলা আহবায়ক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী আব্দুল্লাহিল কাফি, সমাজকর্মী মানস ভট্টাচার্য, ধুলিয়ানের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সফিকুল হক, আব্দুল বাসির, কাজী মহম্মদ আলি প্রমুখ। সদ্ভাবনা মঞ্চের পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে শান্তি, সম্প্রীতি ও সোহার্দ্য বজায় রাখার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়। এলাকায় যাতে কোনো ভাবে শান্তি বিঘ্নিত না হয় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ যৌথ ভাবে সচেষ্ট হোন সেই আহবানও জানানো হয়।

জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বিধায়ক আমিরুল ইসলাম সহ এলাকার বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

জনপ্রতিনিধিদের কাছে পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়, তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সদর্থক ভূমিকা রাখছেন বলে জানিয়েছেন।

মঞ্চের পক্ষ থেকে বেশকিছু বিষয় গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু মুসলিম শান্তি কমিটি গঠন, শান্তি বৈঠক, ধর্ম গুরুদের নিয়ে যৌথ বৈঠক, ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক, ক্ষতিগ্রস্তের আর্থিক সহায়তা প্রদান, জনমানসে আতঙ্ক দূরীকরণ ইত্যাদি।

সামসেরগঞ্জ থানায় ওসি শিব প্রসাদ ঘোষ ও জেলা পুলিশ সুপার আনন্দ রায়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। সাক্ষাতে মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কার্যকর ভূমিকা পালনের বিষয়ে আরো যত্নশীল হওয়া উচিত ছিল বলে জানানো হয়। প্রশাসন সক্রিয় থাকলে এই দুষ্কৃতীরা এই অপরাধ করতে পারতো না। এলাকার সমস্ত জায়গায় আতঙ্ক দুর করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত, শান্তি রক্ষার বিষয়ে প্রশাসন আরো তৎপর হতে হবে, নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে, সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করা থেকে প্রশাসনকে বিরত থাকতে হবে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘর ছেড়ে যারা অন্য জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের যথাযথ নিরাপত্তা সহ ঘরে ফেরা নিশ্চিত করতে হবে ইত্যাদি দাবি রাখা হয়েছে। ফেক নিউজ ও মিথ্যাচার করে যারা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

রাজ্য পুলিশ হোক বা কেন্দ্রীয় বাহিনী তারা যাতে হয়রানি ও আতঙ্কিত না করেন সেইদিকে দৃষ্টি রাখা।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের নওদায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ, শান্তি বজায়ে প্রশাসনের কড়া নজর বুধবার মুর্শিদাবাদের নওদায় পা রাখলো কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকা ঘুরে রুট মার্চ চালানো হল নওদা থানার বিভিন্ন এলাকায়। এই রুট মার্চে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নওদা থানার ওসি শুভাশিস ঘোষাল সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

সম্প্রতি জঙ্গিপুরে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তা রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির সঞ্চার ঘটে। এই অশান্তি যাতে হরিহরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় না ছড়ায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই রুট মার্চের উদ্যোগ বলে জানান পুলিশ প্রশাসন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মা ক্যান্টিনে পায়েস ভোজন বালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিধায়ক ডা: রানা চ্যাটার্জির উদ্যোগে মা ক্যান্টিনের মেনুতে বুধবার দুপুরে দেওয়া হয় পায়েস। এর মাধ্যমে সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে বেশ কয়েকদিন ধরেই মা ক্যান্টিনে পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ গরিব মানুষ। বালির বিধায়ক বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক ডা: রানা চ্যাটার্জী বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বুধবার মিষ্টিমুখ করাতে মা ক্যান্টিনে আহার গ্রহণ করতে আসা সকলের হাতে পায়েস তুলে দেন এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মা ক্যান্টিনে যেসব মানুষজন পরিষেবা নিতে আসছেন অনেকেরই খাবার পাত্র নেই তাদেরকে খাবারের প্লেটও তুলে দেন বিধায়ক।

চাকুরিহারা শিক্ষকদের সমর্থনে সভা বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক শিক্ষাকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। যোগ্য অযোগ্য তকমা বাছাই না হওয়ায় একপ্রকার সকলের চাকরি বাতিল করা হয়েছে। এনিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। চাকরি হারানো শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন যেমন অব্যাহত। ঠিক তেমনি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও চাকরি হারানোদের সমর্থনে প্রতিদিন সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিন।

সেরূপ ১৬ ই এপ্রিল বাঁকুড়া শহরের মাচান তলায় সুভাষ মূর্তির সামনে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষকদের সমর্থনে সি,পি,আই, এম-এল লিবারেশন এর পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য সদস্য ফারহান হোসেন খান, বাঁকুড়া শহরের চিকিৎসক সোমরাজ মুখার্জি , বাঁকুড়া কোর্টের আইনজীবী অভিষেক বিশ্বাস, এআইটিইউসি র জেলা সম্পাদক ভাস্কর সিনহা, লিবারেশন-এর জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় পুনর্বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির দায় রাজ্য সরকারকে নিয়ে দূর্নীতির সাথে যুক্ত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। কোন যোগ্য শিক্ষকের কাজ কেড়ে নেওয়া চলবে না।

আদালতের রায় কে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে বি জে পি র নৈরাজ্য সৃষ্টির চক্রান্ত কে রুখতে হবে। এক সাক্ষাৎকারে সিপিআইএম এল লিবারেশন এর জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জি বলেন যোগ্য শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সমর্থনে আমাদের দল প্রথম থেকেই আছে। বিহার থেকে নির্বাচিত আমাদের দলের দুই সাংসদ রাষ্ট্রপতি কে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। দ্রুত সমাধান না হলে রাজ্যে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

মুমূর্ষু হিন্দু পরিবারের পাশে দাঁড়াল মুসলিমরা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদে যখন সংঞ্রিসতা, তখনই সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা গেল পাশের জেলা নদিয়ায়। মুমূর্ষ এক হিন্দু পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সীমান্তবর্তী চাপড়ার সংখ্যালঘু নেতা তথা বিশিষ্ট সমাজ সেবী জেবের সেখ।

জানা গেছে, কিছুদিন আগে চাপড়ার মাধবপুর গ্রামের বরুণ প্রামানিক নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত বরুণ প্রামানিক ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে হঠাৎই মৃত্যু হয় বরুনের। তারপর অথৈ জলে পড়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান। তাদের সামর্থ নেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার। দুস্থ সেই পরিবারের কথা শুনে এগিয়ে আসেন জেবের সেখ। শ্রাদ্ধ অনুষ্টানের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন সমাজসেবী জেবের সেখ।

আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ করে যারা ক্ষমতায় থাকতে চান তাদের বিষ দাঁত ভেঙে দিলেন সমাজসেবী জেবের সেখ। তিনি অকপটে জানান, আগামী দিন পরিবারের পাশে থাকে শুধুমাত্র সাধ্য অনুষ্ঠানের খরচ নয়। খুবই দুস্থ পরিবার আগামী দিন ওই পরিবারের পাশে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

প্রথম নজর

কেনিয়ায় মূল্যবান রানী পিঁপড়া পাচারকালে আটক

আপনজন ডেস্ক: হাজার হাজার জীবিত পিঁপড়াকে কেনিয়া থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার পোষা প্রাণীর বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাচার করার সময় চার চোরাকারবারিকে আটক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। বন্যপ্রাণী পাচারের জন্য তারা শাস্তির মুখোমুখি হবে বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই ঘটনাকে বন্যপ্রাণী পাচারবিরোধী লড়াইয়ে এক 'মাইলফলক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে কেনিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস (কেএডব্লিউএস)।

কেনিয়া বন্যপ্রাণী পরিষেবা (কেডাব্লিউএস) জানিয়েছে, কর্তৃপক্ষ টেস্ট টিউব এবং সিরিঞ্জে লুকিয়ে রাখা 'মেসর সেফালোটস' প্রজাতির জীবন্ত রাণী পিঁপড়া আটক করেছে।

তারা এক বিবৃতিতে বলেছে, 'টেস্ট টিউবগুলো দুই মাস পর্যন্ত পিঁপড়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা এড়াতে নকশা করা হয়েছিল।'

গত সোমবার দুই বেলজিয়ান, একজন ভিয়েতনামী এবং একজন কেনিয়ার নাগরিক অবৈধভাবে জীবন্ত বন্যপ্রাণী পাচারের

অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং মঙ্গলবার জোমো কেনিয়াত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আদালতে তারা আবার হাজির হন। আদালত মামলাটি ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে। চোরাচালানকারীরা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন বলে জানা গেছে। রয়টার্সের দেখা একটি আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ ২ হাজার ২৪৪টি পাত্রে প্যাক করা প্রায় পাঁচ হাজার রানী পিঁপড়া আটক করেছে, যার বাজার মূল্য প্রায় ১ মিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং (৭ হাজার ৮০০ ডলার)।

'মেসর সেফালোটস' প্রজাতির এই রাণী পিঁপড়ার আকার ২২-২৫ মিমি।

এদের পেট কালো এবং মাথা উজ্জ্বল লালচে। এদের খাদ্য পোকামাকড় এবং উদ্ভিদের বীজ।

ব্রিটেনের ওয়াটফোর্ডে ৮৫টি কবর ভাঙচুর

আপনজন ডেস্ক: ব্রিটেনের হার্টফোর্ডশায়ারের ওয়াটফোর্ড শহরে মুসলিম কবরস্থানে এক নৃশংস হামলা চালানো হয়েছে, যার ফলে ৮৫টি কবর ভাঙচুর করা হয়েছে। এই কবরগুলোর মধ্যে অনেকেই শিশু এবং নবজাতকের ছিল। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং এটি ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণাজনিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটি এক মর্মান্তিক ঘটনা, যা তাদের মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে।

এটি ঘটেছে মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল)। ঘটনাস্থলটি ওয়াটফোর্ডের

কারপেন্ডারস পার্ক লন কবরস্থান, যেখানে সম্প্রতি শোকাহত এক মুসলিম পরিবার কবরস্থানে এসে এই নৃশংস ভাঙচুরের চিত্র দেখতে পায়। এই হামলার পর এলাকায় আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ অতিরিক্ত টহল জোরদার করেছে এবং এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

বিক্ষোভের মধ্যেই সার্বিয়ায় নতুন সরকার

আপনজন ডেস্ক: সার্বিয়ায় একজন নবীন রাজনৈতিক নেতার নেতৃত্বে নতুন সরকার পেতে যাচ্ছে। নতুন সরকার পূর্ববর্তী প্রশাসনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কয়েক মাস ধরে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন দুর্নীতি বিরোধী বিক্ষোভের পর সরকারের পতন হয়। গত জানুয়ারিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিলোস ভুসেভিচ এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পদত্যাগ করার পর থেকে বলকান দেশটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। রেলওয়ে স্টেশন দুর্ঘটনার পর ম্যারাথন বিক্ষোভ শুরু হয়। এই সময় ট্রেনের যাত্রীছাউনি ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ হারায় ১৬ জন।

বুধবার সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে এএফপি এই খবর জানায়। সংসদে প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা উপস্থাপনের সময় প্রধানমন্ত্রী-মনোনীত এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ড. জুরো ম্যাকুট বলেছেন, সরকারবিরোধী বিক্ষোভে 'সার্বিয়া বিভক্ত এবং অবরোধে ক্লান্ত।' এতে পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার ২০ জন সদস্য রয়েছেন, যাদের মধ্যে হেভিওয়েট অর্থ, স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরাও রয়েছেন। বিতর্কের সময় বিরোধী ইকোলজিক্যাল অপ্রাইসিং আন্দোলনের এমপি আলেকসান্ডার জোভানোভিচ বলেছেন, 'আপনাকে নতুন সরকারের চেয়ে বেশি সেকেন্ড হ্যান্ড সরকারের মতো দেখাচ্ছে।'

বিরোধীরা বলেছেন, রদবদল কেবল সঙ্কটকে আরো গভীর করবে। তারা বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীর মনোনয়নের কড়া সমালোচনা করেছেন। কারণ, কয়েক মাস ধরে ছাত্র বিক্ষোভ এবং শিক্ষক ধর্মঘটে দমন-পীড়ন চালানোর জন্য তারও ভূমিকা রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বও দেবেন বরিস ব্রাতিনা। যিনি সার্বিয়ার ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের বিরোধিতা করার জন্য সুপরিচিত। এমনকি ২০০৯ সালে একটি জনগণের অনুষ্ঠানে ইইউ পতাকাও পুড়িয়েছিলেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক বোজান ক্লাকার এএফপি'কে বলেছেন, 'রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে এই প্রস্তাবিত সরকার পূর্ববর্তী সরকারের থেকে বিরতির চেয়ে বরং ধারাবাহিকতা বলে মনে হচ্ছে।'

মনোনীত প্রধানমন্ত্রীর কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই। শনিবার প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিচ নতুন সরকারপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশ নেয়া ছাড়া মনোনীত প্রধানমন্ত্রীর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।

গাজা সফরে নেতানিয়াহু, বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা আর সহিংসতার মাঝে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর গাজা সফর নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার উত্তরাঞ্চলে এই সফর এমন এক সময়ে হয়েছে, যখন ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ব্যাপক ভূমি দখল ও প্রাণঘাতী অভিযান চালাচ্ছে, আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ছেন। নেতানিয়াহুর এই 'পরিদর্শন' শান্তির বার্তা বয়ে আনে নি; বরং নতুন করে যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান এবং সংঘাতের ধারাবাহিকতা নিয়েই শঙ্কা বাড়িয়েছে। মঙ্গলবার গাজার উত্তরাঞ্চলে সফর করেন নেতানিয়াহু। এ সফর হয় এমন এক সময়ে, যখন দুই মাসের যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটিয়ে ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েল নতুন করে গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করেছে। নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, তিনি ওই এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনে যান। তবে সফরের বিস্তারিত বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইসরায়েলি প্রশাসন কোনও তথ্য জানায়নি। এই সফরকে রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে—ইসরায়েল তাদের অভিযান থেকে সরে আসছে না এবং গাজা এখনো তাদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, সেটিই বিশ্বকে দেখানো হচ্ছে। ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের ফলে গাজার

একটি বড় অংশ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও কয়েক হাজার। গাজার হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র এমনকি মসজিদ ও স্কুলেও হামলা চালানো হচ্ছে। ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, যারা নিজের জীবন আর পরিবার বাঁচাতে পথে নেমেছেন।

সৌদি নাগরিকদের জন্য ইউরোপে ভিসা মুক্ত যাত্রার সম্ভাবনা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী কৌশলগত ও কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে এবার এক নতুন পথে হাঁটছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৌদি আরবের নাগরিকদের ইউরোপে ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিষয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ইইউ। এই উদ্যোগ শুধু দু'দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে না, বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পর্যটন এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধবার (১৬ এপ্রিল) পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম এআরওয়াই নিউজ জানায়, সৌদি নাগরিকরা খুব শিগগিরই শেনজেন অঞ্চলের ২৭টি ইউরোপীয় দেশে ভিসা ছাড়াই স্বল্পমেয়াদে ভ্রমণ করতে পারবেন। সৌদি আরবে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফ ফার্নাউড এ বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য মূলত ইইউ ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা, যা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত চুক্তির ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

ইউরোপীয় কমিশন ইতিমধ্যেই সৌদি আরবসহ বাহরাইন, কুয়েত, কাতার ও ওমানের নাগরিকদের জন্য ভিসার শর্ত শিথিল করেছে। এই দেশগুলোর নাগরিকরা বর্তমানে পাঁচ বছর মেয়াদি মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা পাচ্ছেন, যা তাদের বারবার স্বল্পমেয়াদে ইউরোপ ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু নতুন এই পরিকল্পনা আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে সৌদি নাগরিকদের জন্য সম্পূর্ণ ভিসা-মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার পথে এগোচ্ছে, যা কৌশলগত অংশীদারত্বকে দৃঢ়তর করবে।

এই উদ্যোগ সৌদি আরবের "ভিশন ২০৩০" প্রকল্পের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের নেতৃত্বে সৌদি সরকার দেশের অর্থনীতিকে তেলনির্ভরতা থেকে সরিয়ে বহুমুখীকরণের চেষ্টা করছে। সেই পরিকল্পনায় বৈশ্বিক পর্যটন, প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সৌদি আরবকে এক আধুনিক ও উদার রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করার লক্ষ্য রয়েছে। তাই ভিসা-মুক্ত ভ্রমণ সুবিধা এ লক্ষ্য পূরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও গতিশীল করবে।

এদিকে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) একটি সম্মিলিত ভিসা ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করছে, যার নাম "জিসিসি গ্রান্ড ট্যুরস" ভিসা। এটি চালু হলে একটি মাত্র ভিসা ব্যবহার করে একাধিক জিসিসি দেশ সফর করা যাবে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতিমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন তউক আল মাররি জানিয়েছেন, এই ভিসার আওতায় পর্যটকরা ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সদস্য দেশ সফর করতে পারবেন। ইইউ ও জিসিসির এই যুগান্তকারী উদ্যোগগুলো বিশ্ব পর্যটন, অর্থনৈতিক বিনিময় এবং কৌশলগত সহযোগিতাকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে—যা বহুপাক্ষিক বন্ধুত্বের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে তোলে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আমিরাতে বিমান ভাড়া কমেছে ৩৫ শতাংশ

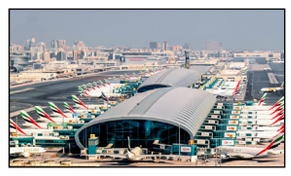

আপনজন ডেস্ক: সংযুক্ত আরব আমিরাতে গড় প্রকৃত বিমান ভাড়া ১২ বছরে ৩৫ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থা (আইএটিএ)। নতুন স্বল্পমূল্যের এয়ারলাইনসের যাত্রা শুরু এবং আকাশপথে যাত্রার বাড়তি চাহিদার মাঝে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে এমনটি হয়েছে।

বৈশ্বিক এই বিমান সংস্থা বুধবার প্রকাশিত এক গবেষণায় বলেছে, 'গত ৫০ বছরে বিশ্বব্যাপী বিমান ভ্রমণের খরচ ৭০ শতাংশ কমেছে, যা আকাশপথে পরিবহনকে আরো সবার নাগালে নিয়ে এসেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০২মি.

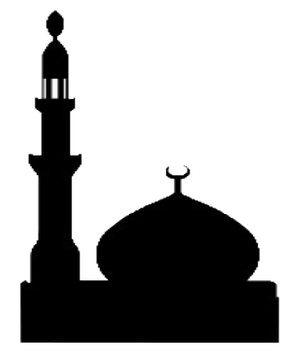

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫১	৫.১৪
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০২	
এশা	৭.১৪	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

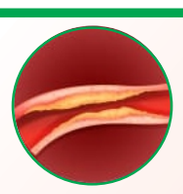
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

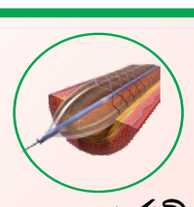
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

আশ শিফা হসপিটাল

ASHSHEEFA HOSPITAL

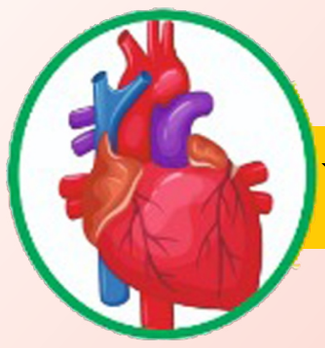
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

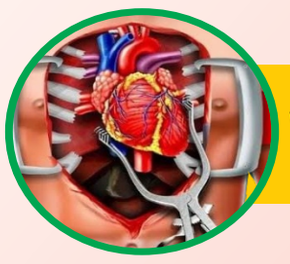
ওপেন হার্ট সার্জারি

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)

MBBS, MD, Dip Card

মানুষের জীবন বাঁচানো (জরুরী), যাকাত দেওয়াও ফরজ (জরুরী)
তাই.জীবন বাঁচাতে আপনার অনুদান বা যাকাত একান্ত জরুরী।
দুঃস্থ মানুষদের সুচিকিৎসা দিতে আর্থিক অনুদানের আবেদন জানাই,
আপনার অনুদান আয়কর আইনের 12A ও 80G ধারায় করমুক্ত।

সরাসরি ব্যাঙ্কে অনুদান পাঠানোর বিবরণঃ

6295 122 937 / 9123721642

A/C No.: 219805002547, ICICI Bank,
Falta Branch. IFS Code: ICIC0002198

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা, ৩ বৈশাখ ১৪৩২, ১৮ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

অকস্মাত দুর্যোগ

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর হিসাবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাঁকজমকপূর্ণ শহর দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিলাসবহুল এই শহরটি নজিরবিহীন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। দুবাইয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, মাত্র ২৪ ঘণ্টায় যেই পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা সাধারণত দেড় বছরের বৃষ্টিপাতের সমান। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দুবাইয়ের রাস্তার গাড়ি, বিমানবন্দরের বিমান বানের পানিতে ভাসিতেছিল। মরুভূমির শহরে হঠাত্ এত বৃষ্টি শুধু দুবাইয়ের বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কারণ হয় নাই, আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বন্ধ হইয়াছিল, আটকাইয়া গিয়াছিল হাজার হাজার পর্যটক। দুবাইয়ের এই সমস্যা শুধু নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতই নহে, মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়াছিল বহুগুণে, কারণ মরুর শহর দুবাই বালুঝড়ের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু দুবাই নহে, প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখিতে শুরু করিয়াছে সারা বিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রকৃতির এমন খামখেয়ালি আচরণ মোকাবিলা করিবার জন্য আমরা নিজেদের কতখানি প্রস্তুত করিতে পারিয়াছি? তাহার চাইতেও বড় কথা, আমরা কি জানি কখন কী রকম অভাবনীয় দুর্যোগময় আচরণ করিবে প্রকৃতি?

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (ইউএনএফসিসিসি) যাত্রার মাধ্যমে। ইহার পর অগণিত বৈঠক হইয়াছে, স্বাক্ষরিত হইয়াছে বিভিন্ন চুক্তিপত্র। গ্রিনহাইজ গ্যাস নির্গমনে লিমিট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের ধরিত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বৈরী আচরণ নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতার মুখ দেখিতে ব্যর্থ হইয়াছি। এই মুহূর্তে আমাদের কর্মফলের ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহিষ্ণুতা শক্তিশালী করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করিতে বিশ্বের ধনী দেশগুলি ১০০ বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যদিও, প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল আজও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বিশ্বকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে একে-অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার চেষ্টা শোভন নহে। ব্লেইম-গেম কখনো সমাধান দেয় না। বরং যাহার যাহার অবস্থান হইতে সক্ষমতা অনুযায়ী এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইবে। গত সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু অভিযোজন সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাহার বক্তৃতায় উন্নত দেশগুলিকে যুদ্ধের পিছনে ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলার জন্য জলবায়ু তহবিলে জমা করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। যে কোনো ধরনের যুদ্ধ প্রাণিকুল ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধ নহে, বরং আমাদের ধরিত্রী সংরক্ষণে ব্যয় করা শ্রেয়–এই কথা ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। বিশ্বের সকল সচেতন মহলের ধারণা–ভবিষ্যতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করোনা মহামারির চাইতে জলবায়ু পরিবর্তন আরো ভয়ংকর প্রভাব ফেলিবে। ইহা হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সময়ক্ষেপণের কোনো সুযোগ নাই। জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। ইহার ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করিতে বিশ্বের সকল দেশকে একসঙ্গে কাজ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া জলবায়ু পরিবর্তন সমগ্র বিশ্বের সমস্যা হইলেও বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলি ইহার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করিতেছে সবচাইতে বেশি। তাই জলবায়ু সংকট দূরীকরণে দরিদ্র দেশগুলির উন্নত বিশ্বের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুবাই আমাদের দেখাইয়া দিয়াছে, অকস্মাত্ ও অচিন্তনীয় দুর্যোগ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যখন-তখন ঘটিতে পারে। দুবাইয়ের ঘটনা হইতে আমাদেরও শিক্ষা লইতে হইবে।

নরেন্দ্র মোদির নতুন চাল

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতিতে এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন যেগুলো যতটা না সরকার পরিচালনা, তাঁর চেয়ে বেশি নিজের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের কৌশল বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল তাঁর সর্বশেষ চেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর রাজনৈতিক ইঙ্গিতও গভীর। লিখেছেন **অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্ত।**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজনীতিতে এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন যেগুলো যতটা না সরকার পরিচালনা, তাঁর চেয়ে বেশি নিজের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনের কৌশল বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল তাঁর সর্বশেষ চেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত। এর সাংবিধানিক তাৎপর্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এর রাজনৈতিক ইঙ্গিতও গভীর। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া মোদির জন্য বড় ধাক্কা। এক দশকের বেশি সময় ধরে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা তিনি ভোগ করছিলেন, এই নির্বাচন তাকে হঠাৎ করেই প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে। এমন অবস্থায় মোদির সামনে মূল চ্যালেঞ্জ, কীভাবে এই পরাজয়ের অভিঘাত ধুয়েমুছে আবারও নিজেকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে তুলে ধরা যায়।

এর জবাবে তিনি বেছে নেন পুরোনো পথ–জনগণকে জীবনের মৌলিক সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার রাজনীতি। মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানহীনতা, অর্থনীতির অস্থিরতা কিংবা আদমশুমারির মতো মৌলিক কর্তব্য–সবই চাপা পড়ে যায় 'দেশদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে একাত্মতার ডাক, বা 'হিন্দু-মুসলিম' বিভাজনের রণহুংকারে।

২০২৪ সালে আয়োজিত অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনকেও মোদি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তার ফল হয় উল্টো। বিজেপি অযোধ্যার কেন্দ্র ফৈজাবাদে হেরে যায়। উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টি বিজেপিকে ছাপিয়ে যায়। মহারাষ্ট্রেও বিজেপির অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে।

এই পটভূমিতে, মোদি তৎপর হন নিজের ভাবমূর্তি পুনর্গঠনে। শুরু হয় এক বিস্তৃত প্রচারাভিযান। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল, পরাজয় ও হতাশার স্মৃতি ধুয়ে ফেলা। সংসদে নিজের প্রথম ভাষণেই তিনি বলেন, যাঁরা তাঁর সমালোচনা করছেন, তাঁরা দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এর পর থেকে প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি একই বার্তা দেন; মোদি মানেই দেশ, দেশ মানেই মোদি।

এই বার্তা ছড়াতে গিয়ে বিজেপি তিনটি কৌশল নেয়। প্রথমত, তারা নিজেদের ভোটে হারার কারণ হিসেবে 'অপপ্রচার' আর 'ভ্রান্ত তথ্য'কে দোষারোপ করে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের শক্ত অবস্থানকে নতুন করে জোর দিয়ে তুলে ধরে। মানে, শক্ত হাতে দেশ চালানোই মোদির একমাত্র পথ।

তৃতীয়ত, হেরে যাওয়া রাজ্যগুলোয় বিজেপি জোরালোভাবে ফিরে আসার চেষ্টা চালায়। হরিয়ানায় বিরোধীদের ঘায়েল করে আবার ক্ষমতায় আসে। মহারাষ্ট্রে নজিরবিহীন জয় পায় এবং জম্মু অঞ্চলেও ভালো ফল পায়।

এদিকে উত্তর প্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের পরপরই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনমূলক বক্তব্য ও ঘটনার পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। এমনকি হোলি-দীপাবলির মতো উৎসবগুলোও ব্যবহার করা হয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি ছড়াতে। রাজ্য উপনির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের বাধা দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ আবারও নিজেকে 'হিন্দুত্বের কঠোর রূপ' হিসেবে তুলে ধরেন।

এরপর মোদির আরও একটি কৌশল নজরে আসে–আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, তাদের আর আরএসএসের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। এর জবাবে সংঘ পরিবার লোকসভায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে।

অবশেষে মোদি নিজেই প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাগপুরে আরএসএস সদর দপ্তরে যান, নিজের আনুগত্য জানান। এটি ছিল এক প্রতীকী পদক্ষেপ। তিনি দেখাতে চাইলেন যে সংঘ পরিবার ও বিজেপি এখন আবার এক সুরে কথা বলছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনের পর 'ইন্ডিয়া' জোট প্রথম যৌথ বৈঠক করে শক্তিশালী বিরোধী জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয়। তখন অনেকে আশা করেছিলেন যে এই মোদিবিরোধী শক্তি এবার নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। কিন্তু এরপর তারা আর একবারও একসঙ্গে বসেনি। আর ঠিক সেই সময়েই আসে ওয়াক্ফ সংশোধনী বিল। এটি সংসদে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পাস হয়। মোদি সরকারের ১১ বছরের শাসনে এটা বিরল ব্যাপার। এর আগে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল কিংবা তিন তালাক আইন কার্যকর করার সময় এমন আলোচনা হয়নি।

বিলটি মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী হলেও বিজেপি এটিকে 'মুসলিমদের কল্যাণের আইন' হিসেবে তুলে ধরে।

বিজেপির একমাত্র মুসলিম সাংসদ গুলাম আলি সংসদে বক্তব্য রাখলেও বিলটির পক্ষে নয়, বরং 'ধর্মনিরপেক্ষ' মিত্রদের ভোট তাঁকে সেই সুযোগ দেয়।

এই বিলের মাধ্যমে মোদি বার্তা দেন যে তিনিই এখনো সংসদ ও দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তি। তবে তাঁর এই শক্তি প্রদর্শনের কৌশল বাস্তব সমস্যাগুলো ঢেকে রাখার চেষ্টা হিসেবেই দেখতে হবে।

ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে অস্থির। মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব বেড়েছে। আদমশুমারি ও নারীদের জন্য সংরক্ষণ বিলের এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। দক্ষিণের দ্রাবিড় দলগুলো বিজেপির হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিচ্ছে। আদালতগুলোও এখন কিছুটা সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রের স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রশ্ন করছেন। যেমন সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের আইন পাস আটকে রাখাকে 'অবৈধ' বলেছেন।

তা ছাড়া বিজেপি যেসব রাজ্যে জিতেছে, সেখানেও তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের হাল ভালো নয়। মহারাষ্ট্রে 'লাড়কি ব্যাহেন' প্রকল্প এখনো কাগজেই রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে মোদির এই রাজনৈতিক প্রতিচিত্র নির্মাণের চেষ্টাগুলো যেন পুরোনো কৌশলেরই আধুনিক পুনরাবৃত্তি; হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, জাতীয়তাবাদের ঢাকঢোল, বিরোধীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং নিজেকে অদ্বিতীয় হিসেবে জাহির করা। এই পুরো প্রচেষ্টা যেন সেই পুরোনো বার্তাটিকেই আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়–মোদি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যাকে বলে দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ (টিআইএনএ)।

কিন্তু এই কৌশল কত দিন চলবে? মোদি কি সত্যিই সব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারবেন? বৈশ্বিক পরিস্থিতি, দেশীয় বাস্তবতা আর তাঁর জনপ্রিয়তার ধস কি শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে?

বিরোধী দলগুলোর বিভাজন মোদিকে সহায়তা করছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু ভারতের গণতন্ত্রের জন্য তা আশঙ্কাজনক। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর 'ইন্ডিয়া' জোট প্রথম যৌথ বৈঠক করে শক্তিশালী বিরোধী জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয়। তখন অনেকে আশা করেছিলেন যে এই মোদিবিরোধী শক্তি এবার নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। কিন্তু এরপর তারা আর একবারও একসঙ্গে বসেনি।

ব্যতিক্রম শুধু ডিএমকে, যারা দ্রাবিড় জাতীয়তাবাদের অবস্থান বজায় রেখেছে। ওয়াক্ফ বিল নিয়ে প্রতিবাদের সময় কিছুটা ঐক্য দেখা গেছে। কিন্তু সেটা ছিল যেন পরিকল্পনাহীন প্রতিক্রিয়া।

এই ভঙ্গুর বিরোধিতার ফাঁকে মোদি তাঁর পুরোনো কৌশলে আবারও সফল। তিনি বিরোধীদের সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদের বক্তব্যকে ব্যাহত করে দিয়েছেন। অথচ গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সেই কথাগুলোরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

তবু বড় প্রশ্ন থেকেই যায়: কত দিন মোদি এই চালগুলো খেলতে পারবেন? কত দিন তিনি দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে রাখতে পারবেন? সময়ের পালাবদলে সেই উত্তরও ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্ত নিউজ পোর্টাল দা ওয়্যারের রাজনীতিবিষয়ক সম্পাদক
সৌজন্যে: দা ওয়্যার

এদিকে উত্তর প্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের পরপরই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনমূলক বক্তব্য ও ঘটনার পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। এমনকি হোলি-দীপাবলির মতো উৎসবগুলোও ব্যবহার করা হয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণার রাজনীতি ছড়াতে। রাজ্য উপনির্বাচনে মুসলিম ভোটারদের বাধা দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ আবারও নিজেকে 'হিন্দুত্বের কঠোর রূপ' হিসেবে তুলে ধরেন। এরপর মোদির আরও একটি কৌশল নজরে আসে–আরএসএসের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছিলেন, তাদের আর আরএসএসের ওপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। এর জবাবে সংঘ পরিবার লোকসভায় সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। অবশেষে মোদি নিজেই প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাগপুরে আরএসএস সদর দপ্তরে যান, নিজের আনুগত্য জানান। এটি ছিল এক প্রতীকী পদক্ষেপ। তিনি দেখাতে চাইলেন যে সংঘ পরিবার ও বিজেপি এখন আবার এক সুরে কথা বলছে। ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর 'ইন্ডিয়া' জোট প্রথম যৌথ বৈঠক করে শক্তিশালী বিরোধী জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয়। তখন অনেকে আশা করেছিলেন যে এই মোদিবিরোধী শক্তি এবার নতুন বার্তা নিয়ে আসবে। কিন্তু এরপর তারা আর একবারও একসঙ্গে বসেনি।

বর্তমান শিক্ষা সংকট থেকে উত্তরণের উপায়

পাভেল আখতার

পশ্চিমবঙ্গের ইস্কুল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই নিদারুণ রক্তশূন্যতায় প্রায় পঙ্গু। অপ্রিয় সত্য হল, ঈষৎ সচ্ছল পরিবারের অভিভাবকদের তরফে শিক্ষার্থীদের বেসরকারি ইস্কুলে পড়ানোর প্রবণতাটিও একারণেই ডানা মেলতে পেরেছে। সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে ইস্কুলগুলির পঙ্গুত্ব মৃত্যুদশায় রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রায় সমস্ত ইস্কুলে দীর্ঘদিন থেকেই প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। সহকারী শিক্ষক, করণিক, দপ্তরী, গ্রন্থাগারিক, প্রধান শিক্ষক সব ক্ষেত্রেই বিপুল শূন্যপদ নিয়ে রাজ্যের ইস্কুলগুলি তাদের কার্যক্রম কোনও ক্রমে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে পঠন-পাঠনের মতো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকটি বিবেচনায় এনে নিয়োগ-প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা জরুরি ছিল, যা হয়তো নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি ও বিচারিক জটিলতায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু, একটি পথ বন্ধ থাকলে আরেকটি বিকল্প পথ নিয়ে ভাবাই অভিপ্রেত। যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব নয় ততদিন পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগেই অস্থায়ী ভিত্তিতে ও শর্তসাপেক্ষে ইস্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা যেত। তাতে অন্তত কিছুটা স্বস্তি মিলত। কিন্তু, যেকোনও কারণেই হোক এটা হয়নি। ওদিকে প্রধান শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত সাদা চোখে দৃশ্যমান কোনও জটিলতা না থাকলেও সেক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান, অর্থাৎ নিয়োগ হয়নি বা হচ্ছে না। এর নেপথ্যে যথোচিত কোনও কারণ আছে কি না সেসব অজানা হলেও জানা বাস্তব হ'ল এই যে, সুষ্ঠুভাবে ও সর্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতিতে ইস্কুল পরিচালনা সবকিছু মিলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই।

এই আবহে সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যাওয়ায় ইস্কুলগুলির অবস্থা মাঝদরিয়ায় ডুবন্ত নৌকোর মতো। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন করণীয় কী ? প্রথমেই উল্লেখ্য, যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু ও সমাপ্ত হওয়া জরুরি। ততদিন পর্যন্ত বিকল্প উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। তার মধ্যে একটি উপায় সম্পর্কে উপরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অস্থায়ী ভিত্তিতে ও শর্তসাপেক্ষে শিক্ষক নিয়োগ করা। এজন্য ইস্কুলগুলির কাছ থেকে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন সেই তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে ও গাইডলাইন পাঠিয়ে ইস্কুল কর্তৃক অস্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। অনেক ইস্কুলে শিক্ষক আছে, অথচ ছাত্র নেই ; সেইসব ইস্কুলের শিক্ষকদের অপ্রতুল শিক্ষক সমন্বিত ইস্কুলে স্থানান্তরিত করা আরেকটি পদক্ষেপ।

অভিভাবক ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইস্কুলের শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করে পারস্পরিক মত-বিনিময়ের মাধ্যমেও সমাধানসূত্র নিয়ে স্থানীয় স্তরে ইতিবাচক ভাবনা ভাবা ও পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। প্রধান শিক্ষকদের একটি গরিষ্ঠ অংশের মানসিকতা বর্তমানে হয়ে পড়েছে অনেকটাই স্বৈরতান্ত্রিক। ইস্কুলকে বলা হয় মিনিয়েচার অফ দ্য সোসাইটি। বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হচ্ছে ইস্কুল, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শিক্ষা বা চর্চার প্রাথমিক জায়গা। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে কি সুষ্ঠুভাবে একটি ইস্কুল পরিচালিত হওয়া সম্ভব ? বহু প্রধান শিক্ষক নিজেদের মনে করেন যেন অফিসের সুপ্রিম বস, আর সহকারী শিক্ষকরা তাদের অধস্তন কর্মচারী ! তাদের এই মনস্তত্ত্ব থেকে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সূত্রপাত হচ্ছে সেটা ইস্কুলের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই শুভ নয়। কিছুদিন আগে একটি ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কতিপয় সহকারী শিক্ষকের হাতে প্রহৃত হয়েছিলেন, যা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, এমন দুর্ঘটনা ইস্কুলের মতো একটি নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার প্রতিষ্ঠানে কেন ঘটছে এবং ভবিষ্যতে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য সকলকেই নিরপেক্ষভাবে আত্মসমীক্ষা করা উচিত। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক দিনের শেষে কিন্তু একজন শিক্ষকই। অন্যান্য সহকারী শিক্ষকরা তাদের সহকর্মী ও বন্ধু। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যদি প্রীতিপূর্ণ ও বন্ধুসুলভ হয় তাহলেই তার সুফল সহজলভ্য। কিন্তু, এর পরিবর্তে যদি তারা পদের অহমিকায় নিজেদের 'শাসক' ও সহকারী শিক্ষকদের 'শাসিত' ভাবেন তাহলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে বাধ্য, যা ইস্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। বিভিন্ন ইস্কুলে শিক্ষকদের দূষণ সৃষ্টিকারী লবি বা গ্রুপ নির্মাণও একটি চরম অনভিপ্রেত বিষয়। শিক্ষকরা ইস্কুলে পড়াতে যান। সেটাই তাদের একমাত্র কাজ। তাদের লবি বা গ্রুপবাজি থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের নিতান্ত নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে এই ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহতও করা কাম্য।

সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পর দেখা গেল, কিছু ইস্কুলে প্রধান শিক্ষকরা তালা খুলছেন ও তালা লাগাচ্ছেন, ঘণ্টা বাজাচ্ছেন ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, সেইসব ইস্কুলে শিক্ষাকর্মীর চাকরি যাওয়াই এমন অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করেছে। তবে ঘটনাটির শিক্ষা এই যে, প্রয়োজনবোধে যে কাউকে যেকোনও কাজ করতে হতে পরে। সেক্ষেত্রে পদমর্যাদার কথা ভাবলে চলে না। যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় এমন দৃশ্য নিশ্চয় দেখা যাবে না। কিন্তু, ঘটনাটির একটি নিহিত ও প্রসারিত তাৎপর্য স্বাভাবিক অবস্থার সময়েও ভাবা যায়। অধিকাংশ ইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকরা ক্লাস করতে চান না, পরীক্ষার খাতা দেখেন না ইত্যাদি। পরীক্ষা চলাকালীন নিরীক্ষকের দায়িত্ব পালন তো কল্পনাতীত। অথচ, যেকোনও প্রতিষ্ঠানেরই প্রধানকে হতে হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাকে দেখেই অন্যান্যরা অনুপ্রাণিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই জায়গায় ঘাটতি রয়েছে, যার মূলে হয়তো সেই পূর্ব-কথিত তাদের শাসকসুলভ স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা। শাসন নয়, বরং অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন ও ভালবাসা দিয়েই যে প্রত্যাশিত সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটে সেটা সংসার থেকে শুরু করে ইস্কুল সর্বত্রই একটি বাস্তব ঘটনা, যা উপলব্ধি করা জরুরি।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে ইস্কুলগুলিতে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, পার্শ্ব শিক্ষক সবাইকেই ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব পালনে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যোগ্য শিক্ষকরা আইনি পুনর্বিবেচনার পথ বেয়ে সর্বোচ্চ আদালত ও সরকার কর্তৃক কাজে পুনর্বহাল হোক এটাই সকলের কাম্য। কিন্তু, সেটা হলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সেকথা বলা যায় না। সেটা নিশ্চয় একটা বড় সুরাহা। কিন্তু, একমাত্র উপায় বোধহয় নয়। কারণ, তাতে উপরিউক্ত ব্যাধিগুলির বিমোচন হবে না। অথচ, সেটা খুব দরকার। ইস্কুলগুলি বাঁচুক ও মূলত প্রান্তিক পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জন অব্যাহত থাকুক সকলের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতায়। এজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে অনীহা, আলস্য, ফাঁকি, ইগো, অহং ইত্যাদি রোগগুলি থেকে মুক্ত হওয়া ।

প্রথম নজর

দিল্লিতে যন্তর মন্তরে চাকরিহারাদের বিক্ষোভ শুরু, রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের আবেদন

আপনজন ডেস্ক: বুধবার সকাল থেকে দেশের রাজধানী দিল্লির রাজপথে যন্তর মন্তরে ধর্ণা কর্মসূচি শুরু হয়েছে চাকরিহারাদের। যন্তর মন্তর থেকে চাকরি হারারা ঘোষণা করে আগামী ১ থেকে ৭ মে ধর্মতলার ওই চ্যানেলে তারা রিলে অনশন কর্মসূচি পালন করবেন। এরমধ্যে কোন ইতিবাচক ফল না মিললে তারা আমরণ অনশন শুরু করবেন। সোমবার সকালে বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্যমঞ্চের ৭০ জন সদস্য কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিছু জন বাসে চেপে এবং বেশ কিছু জন ট্রেনে করে দিল্লি পৌঁছন। মঙ্গলবার সকাল থেকে দিল্লিতে যন্তর মন্তরে হিন্দি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় এলাকার লিখে বিক্ষোভে বসেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তারা স্লোগান দিতে থাকেন। একই সঙ্গে তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। যদিও রাষ্ট্রপতি ভবন এ নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো বৈধ অনুমতি দেয়নি। আগামী ২১ এপ্রিল নবান্ন অভিযান করবেন বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী চাকরিজীবী ও চাকরি হারা ঐক্যমঞ্চে প্রতিনিধিরা। তার আগেই ১৭ এপ্রিল চাকরি হারাদের একাংশ ওয়াই চ্যানেল থেকে সরকারি কর্মীদের প্রতিবাদ ব্যাচ প্রদান করবে। সেই প্রতিবাদ ব্যাচ পড়ে সরকারি কর্মীরা কর্মস্থলে কাজে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হচ্ছে রাজভবন অভিযান করবেন চাকরিহারারা। তারা শিয়ালদা থেকে দুপুর ১২ঃ০০ টায় মিছিল করে রাজভবনে যাবেন এবং রাজ্যপালের হাতে ডেপুটেশন দেবেন। ২৩২৮ এপ্রিল বিভিন্ন জায়গায় চাকরি হারারা পথ সভা করবেন। এরপর ১লা মে থেকে ৭ মে কলকাতার ধর্মতলা সংলগ্ন ওয়াই চ্যানেলে রিলে অনশন কর্মসূচি পালন করবেন চাকরি হারারা। তাদের দাবি পূরণ না হলে এরপর শুরু হবে আমরণ অনশন কর্মসূচি।

ওয়াকফ নিয়ে ন্যায় বিচারের আশা মাদানির

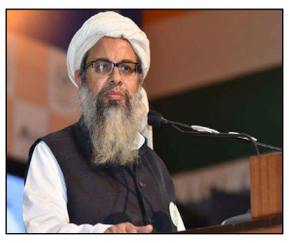

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্টে বুধবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খন্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ দুই ঘণ্টাব্যাপী উভয় পক্ষের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনে। এই মামলায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান এবং অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড হিসেবে মনসুর আলী খান। আইনজীবীরা আদালতে ওয়াকফ আইনের একাধিক ত্রুটি তুলে ধরেন, বিশেষ করে ওয়াকফের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন, ওয়াকফ স্থাপনকারীর জন্য পাঁচ বছর যাবৎ ধর্মপ্রাণ মুসলিম হওয়ার শর্ত, ওয়াকফ বাই ইউজার প্রথা বাতিল এবং অ-মুসলিমদের ওয়াকফ কাউন্সিল ও বোর্ডে সদস্য হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব। এইসব মৌলিক ত্রুটি সংবিধানের মূল অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং এর ফলে ওয়াকফের ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
আদালতের কার্যক্রম শেষে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদাসি তাঁর মত প্রকাশ করে বলেন, ওয়াকফ একটি ধর্মীয় আমানত, যার উপর সরকারি কর্তৃত্ব বা ওয়াকফের মর্যাদা পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। আমরা আদালতের কাছ থেকে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করি এবং আশা করি ভারতের সংবিধানের অধীনে আমাদের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। এটি কেবল মুসলমানদের সমস্যা নয়, বরং সব সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। মাওলানা মাদানী বলেন, জমিয়তের কার্যনির্বাহী পরিষদ এই আইনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছে এবং তখনও ওয়াকফ বাই ইউজারের আওতায় থাকা লক্ষ লক্ষ সম্পত্তির বিষয়টি উদ্বেগের কারণ ছিল। আজ প্রধান বিচারপতি আমাদের সেই উদ্বেগকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে আমরা আদালতের ন্যায়বিচার ও সংবিধানের শাসনের প্রতি আশাবাদী।

সংবর্ধিত ইয়াং মেনসের সভাপতি ও সম্পাদক

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি
আপনজন: সম্প্রতি হুগলি জেলার ফুরফুরা ইয়াং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কমিটি তিন বছরের জন্য গঠিত হয়। প্রসঙ্গত ফুরফুরা ইয়াং মেনস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতা হয় ১৯৩২ সালে। ইতিপূর্বে শামীম আহমেদ পূর্ব কমিটির সভাপতি ছিলেন এবারও সভাপতি পদে বহাল রইলেন।
কাজী হেদায়েতুল্লাহ নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নয়, প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা উচিত:অনুব্রত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন:হিন্দু মুসলমান না করে আগে মানুষ হওয়া উচিত। উজ্জ্বল হক কাদেরীর রক্ত আর আমার রক্ত কি আলাদা? কোনো ডাক্তার বলে দেবে এটা হিন্দুর রক্ত এটা মুসলমানদের রক্ত তাহলে আমি দল করা ছেড়ে দেব- খয়রাসোলে দলীয় কর্মীসভায় এসে ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত বিষয়ের উপর এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। পাশাপাশি ব্লক এলাকায় খুন, বোমাবাজি প্রসঙ্গে বলেন খয়রাসোল এলাকার মানুষ শান্তিপ্রিয়। খয়রাসোল এলাকার মানুষ বোকা কিছু মানুষের উস্কানি থেকে এরূপ ঘটনায় জড়িয়ে যাচ্ছে। খুন, বোমাবাজি ঘটনা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্মিত কার্যালয়ের বুধবার ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।
পরবর্তীতে খয়রাসোল ব্লক এলাকার দশটি পঞ্চায়েত এলাকার বুথ সভাপতি ও অঞ্চল সভাপতিদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন এবং সাংগঠনিক ও আগামী নির্বাচনের দলীয় রণকৌশল সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় বলে জানা যায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে একপ্রকার আগেভাগেই ভোট ময়দানে অবতীর্ণ বলা যেতেই পারে। এদিন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ ছাড়াও খয়রাসোল ব্লক তৃনমূল কংগ্রেস কোর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন ও মৃনাল কান্তি ঘোষ এবং দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন কুমার দে।

সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে মনোজ্ঞ সেমিনার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাকশম কমিটি' বুধবার 'লিঙ্গ, পরিচয়, স্টেরিওটাইপ, প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিযোগিতা" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে, যার লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক সমাজে লিঙ্গ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে সচেতনতা, সংলাপ এবং সমালোচনামূলক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা। এই সেমিনারের প্রধান বক্তা ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা গাজ্‌লা ইয়াসমিন। অধ্যাপিকা রুকসানার উদ্বোধনী বক্তব্য দিয়ে সেমিনারের শুরু হয়। তারপর বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা নার্গিস। বক্তারা লিঙ্গ পরিচয়, সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিত্ব এবং সমতা ও অন্তর্ভুক্তির জন্য সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, লিঙ্গ কেবল একটি দ্বিমুখী ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত একটি বিষয়।
দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, মিডিয়া এবং যে কোনো প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিহিত ক্ষতিকারক লিঙ্গ বৈষম্যর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। এই সেমিনারে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং মিডিয়াতে লিঙ্গ ভূমিকা কীভাবে চিত্রিত করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় লিঙ্গ-ভিত্তিক নিপীড়নের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছিল।
সেমিনারে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়, যেখানে বক্তাদের কাছে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বক্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করেন শিক্ষার্থীরা। এই সেমিনারটি লিঙ্গ বিষয়ক ব্যাপার গুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি উন্মুক্ত করতে সফল হয়ে ওঠে। সবশেষে ড. গাজ্‌লা ইয়াসমিনকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানানো হয় এবং সেমিনারটি শেষ করা হয়।

রক্তদান শিবির ও গুণীজন সংবর্ধনায় সুস্থ ও উন্নত সমাজ গড়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন "যুব মিলন ফাউন্ডেশন" সংস্থাটি ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে পথ চলা শুরু করে, বর্তমানে সংস্থার সদস্য সংখ্যা ৪০০ জনের কাছাকাছি। তাই প্রতিবছর এপ্রিল মাসে সংগঠনের বাৎসরিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও গুণীজন সংবর্ধনার মাধ্যমে। অনেক সময় সিজারিয়ান রোগীদের, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্ত জোগাড় করা যেখানে কষ্টসাধ্য ব্যাপার সেখানে সংগঠনের সদস্যরা মুহূর্তের মধ্যেই রোগীদের জন্য বিনামূল্যে রক্তের জোগান দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন পরিষেবা থেকে বন্যাকবলিত মানুষদের ত্রাণ এবং উদ্ধার কাজে রড় ভূমিকা পালন করে থাকে "যুব মিলন ফাউন্ডেশন"। এছাড়াও শীতার্থ মানুষের জন্য সারা শীতকালে জুরে গ্রাম থেকে শহর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে, ঘুরে সংস্থার সদস্যরা শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। অনেক সময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মনোবল ও উৎসাহ যোগাতে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সহয়তা ক্যাম্পের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সংস্থার সদস্যরা। যুব মিলন ফাউন্ডেশনের বাৎসরিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পুরশুড়া থানার অন্তর্গত ঘোলদিগরুই গ্রামে, আরামবাগ ব্লাড ব্যাংক ও কলকাতা ওম ব্লাড সেন্টার উপস্থিত থেকে যৌথ ভাবে দুইশতাধিক অধিক মানুষের রক্ত সংগ্রহ করেন। একশো জনের বেশি মানুষ বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করান। অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাবাবীয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবর। সংগঠনের কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সংস্থার একাউন্টে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করেন ও সুস্থ ও উন্নত সমাজ গড়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কাজী মিরাজ হোসেন, পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে, কে.জি.এন গ্রুপের কর্নধার হাজী সিরাজুল হক, আইনজীবী প্রদীপ কুমার মন্ডল, অধ্যাপক মইদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক সন্দীপ কুমার চিনা, সাংবাদিক দেবাশীষ শেঠ, প্রিন্সিপাল বেগম মাহফুজা,আয়েশা খাতুন, সমাজসেবী মনসুব হোসেন, শিক্ষক বরি উদ্দিন মল্লিক, আলতাফ হোসেন, তাজ আহমেদ,ধর্মগুরু রাজা চক্রবর্তী, চিকিৎসক স্বপন কোটাল সঞ্চালক সৈয়দ এহতেশাম মামুন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের উৎসব কমিটির সভাপতি নজরুল হক। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ সুব্রত সামন্ত বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমাদের সংস্থা সর্বদা বদ্ধপরিকর, সভাপতি সইদুল ইসলাম বলেন আমরা গর্ববোধ করি এতো মানুষ একসাথে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন,যারা রক্ত দান করলেন আমাদের কাছে তথ্য রইলো আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে সংস্থার অফিসে যোগাযোগ করবেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সেখ নাজিম হোসেন জানান, রক্তের কোন ধর্ম হয় না, 'বিপদে মানুষের পাশে থাকাই পরম ধর্ম'। এছাড়া তিনি বলেন, আমাদের ৩৯১ জন সদস্যই নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল,শৃঙ্খলা পরায়ন সুস্থ, সুন্দর,সমাজ গড়তে যা, যা, প্রয়োজন সংগঠনের সাধ্যমতো যুব মিলন ফাউন্ডেশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ।

ওয়াকফ আইন বাতিল করার দাবিতে মিছিল গড়দেওয়ানি গ্রামে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে বুধবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোম্পানির রাস্তার মোড় থেকে নতুন হাট পর্যন্ত মতিউর সেখ ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক মহামিছিল হয়ে গেল।যাতে বিভিন্ন ধর্মের কয়েক হাজার মানুষ পা মেলালেন। এদিনের এই মিছিলে পা মেলালেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ,বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর, দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান অরুণ নস্কর, জমিয়েত উলেমা হিন্দের জেলা সহ সভাপতি মুফতি আমিরালি মাল, সালাউদ্দিন সেখ,কালীপদ সরদার, সেলিম লস্কর,মহামিছিলের আহ্বায়ক মতিউর সেখ সহ আরো অনেকে। এদিন মহামিছিলের শেষে নতুনহাটে এক পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা ওয়াকাফ আইন কি তাঁর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরলেন।
এদিন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকারের তুঘলকি কান্ড আমরা কোনভাবেই মেনে নোব না। আমাদের এই ওয়াকাফ সম্পত্তি আমাদের পূর্ব পুরুষদের। আমরা চাই অবিলম্বে এই কালা আইন বাতিল করতে হবে।

রিসার্চ কাউন্সিলের শিক্ষা সম্মেলন বর্ধমানে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: "শিক্ষা হল সমাজ পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার"–এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলন। ১৬ এপ্রিল ঐতিহাসিক বর্ধমান ভবনে এই সম্মেলনের আয়োজন করে ইউরেশিয়ান এডুকেশনাল রিসার্চ কাউন্সিল।
বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আগত শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজকর্মী ও পরিবেশকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন এই অনন্য উদ্যোগে, যার মূল লক্ষ্য ছিল গুণগত শিক্ষার প্রসার, নৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে একটি টেকসই ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা।
সম্মেলনে নেপালের খ্যাতনামা লেখক ও দুর্নীতিবিরোধী কর্মী ভারত জঙ্গম, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সমাজের সভাপতি এ.টি.এম. মমতাজুল করিম ও গবেষক ড. জাহাঙ্গীর, আব্দুস সাত্তার, মালয়েশিয়ার শিক্ষাবিদ নূর হালিনি বিন্তী, সিতি নাদিয়া, পদিলাহ বিন্তি সাহারান এবং ড. সুন্দরাজন প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখেন। ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী বদ্রি নারায়ণ অধিকারী, তামিলনাড়ুর শিক্ষাবিদ প্রফেসর প্রভাকরণ, পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাহিত্যিক আব্দুল জব্বার, প্রত্নতত্ত্ববিদ সম্রাট মুন্সি, শিল্প উদ্যোগী হাজী সিরাজুল ইসলাম এবং সমাজসেবক ইমাম উদ্দিন। এই সম্মেলনে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় নদীয়ার আম্বেদকর বিএড কলেজের অধ্যক্ষ ড. অপূর্ব কুমার বিশ্বাস, রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন, জাতীয় শিক্ষক সুভাষচন্দ্র দত্ত এবং "গাছ মাস্টার" খ্যাত জাতীয় শিক্ষক অরূপ কুমার চৌধুরীকে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব পূর্ব বর্ধমানের জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য পরিবেশ কর্মধক্ষ বিশ্বনাথ রায়, রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলী হোসেন মিদ্দা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সূচনা করেনদুর্গাপুরের নেপালি পড়া হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ড. কালিমুল হক ও পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম সংকর মন্ডল সহ সমস্ত বিদেশী অতিথিরা।

জঙ্গলমহলের চোরেরা এবার স্থাপত্যে আগ্রহী!

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: "চাল আছে, ছাউনি নেই!" – নতুন ধ্বনি তুলে পুরুলিয়ার দীঘি হাই স্কুলে ঘটলো এক অভিনব কাণ্ড। মিড ডে মিলের রান্নাঘর থেকে চুরি গেলো পাঁচটি টিনের ছাউনি ও একটি লোহার রড। চোরেরা এবার যেন খাদ্য নিরাপত্তার গণ্ডি পেরিয়ে আবাসন প্রকল্পে পা রেখেছে। আগে যেখানে মিড ডে মিলের চাল চুরি হত বলে অভিযোগ উঠত, এবার চোরেরা বলছে, "চাল তো সরকার দিচ্ছে ২ টাকায়, আমরা একটু ছাউনিই নিই না হয়!" এলাকাবাসীর মতে, এই ঘটনার পেছনে গভীর দার্শনিকতা লুকিয়ে রয়েছে–"খালি পেটে পড়া যায় না, আর ছাউনি ছাড়া রাঁধা যায় না।" বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সত্যকিঙ্কর মাহাতো বলেন, "চোর হয়তো খুবই প্রয়োজনে এই কাজ করেছে।" শিক্ষার আলো ছড়াতে গিয়ে ছাউনির আলো চলে গেলেও, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছেন শিক্ষক।পুলিশও ঘটনাস্থলে এসে মাথা চুলকেছে–কারণ চোরেরা কোনও দরজা-জানালা ভাঙেনি, তারা শুধু মাথার উপর থেকে মাথা গুঁজে থাকার জায়গাটুকু খুলে নিয়ে গেছে। জঙ্গলমহলে সরকার যখন চাল নিয়ে ভাবছে, তখন চোরেরা ভাবছে টিন নিয়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হরিহরপাড়া, দৌলতাবাদে রুট মার্চ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বুধবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় পা রাখল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এলাকা ঘুরে রুট মার্চ চালানো হলো হরিহরপাড়া থানার স্বরুপপুর, তরতিপুর, ধরমপুর, হরিহরপাড়া বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায়। এই রুট মার্চে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া থানার অফিস ইনচার্জ আই পি এস আয়ুস পান্ডে, বহরমপুর সদর ডিএসপি তমাল কুমার বিশ্বাস, হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ কুমার রায় সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ করে শান্তি বজায়ে কড়া নজর রাখে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর ব্লকের দৌলতাবাদ থানার বিভিন্ন এলাকায়। এই রুট মার্চে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ দত্ত, দৌলতাবাদ থানার ওসি উদয় ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। সম্প্রতি জঙ্গিপুরে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তা রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির সঞ্চার ঘটে। এই অশান্তি যাতে বহরমপুর ব্লকের দৌলতাবাদ থানা এলাকায় না ছড়ায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই রুট মার্চ।

মতুয়া সংঘের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শ্রীমৎ অশ্বিনী মতুয়া সেবা সংঘের ৬২ 'তম বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল বুধবার উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুরে।মন্দির সেবা সমিতির পক্ষ থেকে জানা গেছে,দু'ইদিন ব্যাপী বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার ভক্ত সমাগমের উপস্থিতিতে মহা সমারোহে এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।বুধবার প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়,স্থানীয় কাউন্সিলর শুক্লা ঘোষ,বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম বোস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।বৃহস্পতিবারও এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে এবং কয়েক হাজার ভক্তের জন্য অন্নকূটের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গেছে।

নীলপত্র পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে নদিয়ার বার্নিয়ায় মাদার্স ইন্ড স্কুলে অনুষ্ঠিত হল। নীলপত্র সাহিত্য পত্রিকার শুভ সূচনা ও প্রকাশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক আব্দুর রউফ। এছাড়াও এখানে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক ডক্টর প্রদীপ ভট্টাচার্য, কবি রফিকুল ইসলাম, চৈতন্য দাশ, কবি ও সম্পাদক দীনমহাম্মদ সেখ, কবি দেবাশিস মিত্র এবং নীলপাত্র সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কবি এম.ডি হাসিবুল সেখ।

দাওয়াত الدعوة

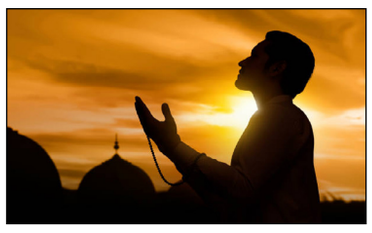

- শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল
- বিপদে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’ পাঠের মাহাত্ম্য

- অনুপম তওবার প্রতিফলন
- কবরে কাজে আসবে যে সন্তান

শাওয়াল মাসের গুরুত্বপূর্ণ আমল

আসআদ শাহীন

শাওয়াল শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থের ব্যাপারে আভিধানিকরা বিভিন্ন অর্থ উল্লেখ করেছেন। এখানে তা উল্লেখ করা হলো–

এক. শাওয়াল শব্দটি ‘শাওল’ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ ওপরে ওঠা, ওঠানো, উঁচু হওয়া, উঁচু করা ইত্যাদি। (লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৬, কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৮৯৯)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) নর উট মাদি উটের সঙ্গে সহবাস করে এবং সে সময় তার লেজ সে ওপরে উঠিয়ে নেয়। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৬)

দুই. শাওয়াল শব্দটি ‘তাশবিল’ ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। অর্থ (উটের দুধ) হ্রাস পাওয়া, কম হওয়া বা কমে যাওয়া ইত্যাদি। (কামুসুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা-৯০০)

আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) বলেন, এই মাসে (শাওয়াল) উটের দুধ হ্রাস পেত। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (লিসানুল আরব, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৭৭)

তিন. শাওয়াল শব্দের আরেক অর্থ ছেড়ে যাওয়া বা খালি রাখা। যেহেতু এই মাসে (শাওয়াল) আরবরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে শিকারে যেত, তাই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (তাজুল আরুস, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-৩৯৭, গিয়াসুল লুগাত, পৃষ্ঠা-৩০০)

চার. আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ.) শাওয়াল নামকরণের ব্যাপারে বলেন, এ মাসে সব মানুষের গুনাহ উঠিয়ে নেওয়া হয় (অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)। এ জন্যই এ মাসকে ‘শাওয়াল’ বলা হয়। (তারিখে দামেস্ক, খণ্ড-৪৫, পৃষ্ঠা-৩৩৫, কানজুল উম্মাল, খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৮৮)

শাওয়াল মাসের ফজিলত :

শাওয়াল মাস একটি বরকতময় মাস। এই মাসের বরকত প্রথম রাত থেকেই শুরু হয়। শাওয়ালের প্রথম দিন তথা ঈদুল ফিতর হলো বরকতময় দিন এবং এর রাতও বরকতময়।

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়, যা ইসলামের একটি মহৎ উৎসব এবং মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের দিন।

শাওয়াল মাস হজের প্রস্তুতির প্রথম মাস : আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘হজের কয়েকটি নির্দিষ্ট মাস আছে।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৭)

উলামায়ে কিরাম একমত যে আশহুরে হজ তথা হজের মাস তিনটি, যার প্রথমটি হলো শাওয়াল, দ্বিতীয়টি জিলকদ এবং তৃতীয়টি হলো জিলহজের প্রথম ১০ দিন। (ফাতহুল বারি, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪২০)

শাওয়াল মাসের আমল :

শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখার ফজিলত বহু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যা সহিহ সনদে হাদিসের বহু

কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো : সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের (রমজানের রোজা রাখার পর) ছয়টি রোজা পালন করবে, তা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব হিসেবে গণ্য হবে। কারণ যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে, তাকে ১০ গুণ সওয়াব দেওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৭১৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখবে এবং তারপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখবে, সেগুলো সারা বছরের রোজা হিসেবে গণ্য হবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৬৪)

উপরোক্ত হাদিসে রমজানের রোজা রাখার পর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখার জন্য পুরো বছর সওয়াব পাওয়ার কারণ সহিহ ইবনে খুজায়মাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, রমজানের রোজা ১০ মাস এবং (শাওয়ালের) ছয়টি রোজা দুই মাসের (সমান)। অতএব এগুলো সারা বছরের রোজার সমতুল্য।(সহিহ ইবনে খুজায়মা, হাদিস : ২১১৫)

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ গুণ। এই হিসাব অনুযায়ী রমজান মাস ১০ মাসের সমপরিমাণ এবং শাওয়ালের ছয়টি রোজা দুই মাসের সমতুল্য। ফলে সব মিলিয়ে পূর্ণ এক বছর হয়। আর এভাবেই সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে। (শারহুন নববী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৬৯)

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) শাওয়ালের ছয় দিনের রোজার ব্যাপারে কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করেছেন–

এক. সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

দুই. হাশরের দিন নফলের মাধ্যমে ফরজের ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করা হবে। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। আর হিসাব অনুযায়ী বান্দার আমল পরিমাপ করা হবে। ফরজ আমলে যদি কমতি বা ঘাটতি থাকে তাহলে নফল আমলের মাধ্যম তা পূরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, দেখো! আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কি না। যদি থাকে তাহলে আমার বান্দার ফরজের ঘাটতি নফলের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দাও। (আবু দাউদ, হাদিস : ৭৬৬)

উল্লেখ্য, শাওয়ালের ছয় রোজা নামাজের আগে ও পরের সুন্নত ও নফলের মতোই। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রমজানের রোজাগুলোর ঘাটতি ও ত্রুটি পূরণ করে দেবেন।

তিন. রমজানের পর শাওয়ালের রোজা রাখা রমজানের ফরজ রোজা কবুল হওয়ার প্রমাণ ও নিদর্শন। হাদিস থেকে প্রমাণিত যে আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার নেক আমল কবুল করেন, তখন তাকে আরো নেক আমল করার সুযোগ দেন। হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.) বলেন, একটির পর দ্বিতীয় নেক আমল করা প্রথম নেক আমল কবুল হওয়ার লক্ষণ। (ইসলাহি মাজালিস, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১৪)

চার. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জিকির, হামদ, তাসবিহ, তাকবির ইত্যাদির মাধ্যমে রমজানের রোজা পালনের নিয়ামত ও তাওফিকের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না এবং (তিনি চান) যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূরণ করে নাও এবং তোমাদের হিদায়াত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৫)

অতএব, রমজানের বরকত এবং গুনাহ মাফের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রমজানের পরে কয়েকটি রোজা রাখা কাম্য। ওয়াহিব বিন আল ওয়ার্দ (রহ.)-কে কোনো ভালো কাজের পুরস্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, কোনো ভালো কাজের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরো না, বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে নেক আমল করার তাওফিক দান করেছেন। (লাতায়িফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা-৪৯৩)

জরুরি মাসআলা

এক. শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা মুস্তাহাব। তাই রমজানের রোজা রাখার পরপর এই ছয়টি রোজা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা এই ছয়টি রোজা সারা বছর রোজা রাখার সওয়াবের সমতুল্য।

দুই. এই ছয়টি রোজা ফরজ বা ওয়াজিব নয়। তাই কেউ রোজা না রাখলে গুনাহগার হবে না। সুতরাং কেউ রোজা না রাখলে তাকে দোষারোপ করা উচিত নয়, কারণ এটি মুস্তাহাব রোজা, যা পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু না রাখলে কোনো গুনাহ নেই।

তিন. শাওয়ালের প্রথম দিন (ঈদের দিন) ছাড়া মাসের যেকোনো দিন এই ছয়টি রোজা পালন করা যেতে পারে। একটানা বা বিরতি দিয়ে (উভয়ভাবেই) রাখতে পারবে, যেটি সুবিধাজনক। (আদ দুররুল মুখতার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪৩৫)

আল্লাহ তাআলা আমাদের রমজানের রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের শোকরস্বরূপ শাওয়াল মাসের রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআনের আলোকে রাসূল সা. এর পরিচয় ও দায়িত্ব

নিয়ামুল ফাতেমী

পবিত্র কোরআন এবং বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি বাদে আরেকটির চিন্তা অকল্পনীয়। পবিত্র কোরআনে মহানবী সা. এর পরিচয় ও দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু সূরার আয়াত নাজিল হয়েছে। যেমন-

> ৭২/২৩: বলুন: আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিসালাত (পয়গাম/বাণী/বার্তা/মেসেজ) কেবল পৌঁছে দেওয়া (মানুষের নিকট) আমার দায়িত্ব।

> ১৮/১১০: বল: আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয় যে, তোমাদের মাবুদ তো একই মাবুদ। সুতরাং.....।

> ৩/১৪৪: মুহাম্মাদ সা. তো একজন রাসূল (বাণী বাহক) ছাড়া কিছু নয়, তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন।

> ৪/১৬৫: সকল রাসূলই ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

> ৮৮/২১-২২: তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি কেবল একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের দায়গ্রস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রণকারী নও।

> ৭৯/৪৫: তুমি তো কেবল কেয়ামতের ভয় প্রদর্শনকারী যে একে ভয় করে।

> ১৬/৩৫: রাসূলদের কর্তব্য তো কেবল স্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

> ১৬/৮২: তোমার কাজ তো শুধু সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেওয়া।

> ২৭/৯২: বলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র। (২৯/৫০)।

> ৭২/২৩: বলো: কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিসালাত (পয়গাম) পৌঁছানো ও প্রচার করাই আমার কাজ/দায়িত্ব।

> ২৫/৫৬: আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রুপেই।

> ৩৩/৪৫ ও ৩৩/৪৬: হে নবী! আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরুপে, সুসংবাদদাতারুপে ও সতর্ককারীরুপে। এবং আল্লাহর আদেশে তার দিকে আহবানকারীরুপে ও দীপ্তিমান প্রদীপরুপে।

> ৫/৬৭: হে রাসূল! তুমি পৌঁছে দাও যা তোমার প্রতি তোমার রবের তরফ থেকে নাজিল করা হয়েছে তা, আর যদি তা না কর তবে তো তার পয়গাম পৌঁছালে না।

> ৫/৯২: আমার রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্ট প্রচার করা।

> ৫/৯৯: রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু প্রচার করা।

> ৬/৪৮: আর আমি রাসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করি।

> ৬/৬৬: আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক/তত্ত্বাবধায়ক নই।

> ৬/১০৭: আমি আপনাকে তাদের উপর পর্যবেক্ষকও করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহকও নন।

> ৫০/৪৫: হে রাসূল! আপনি তাদের উপর বল প্রয়োগকারী নন। অতএব, আপনি কুরআনের সাহায্যে তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার আজাবের সতর্কবাণীকে ভয় করে।

> ১১/২: তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তার তরফ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

> ১৩/৪০:....তোমার কাজ তো কেবল পৌঁছানো আর হিসাব নেয়া আমার কাজ।

> ১৬/৩৫ ও ৪২/৪৮:.... রাসূলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছে দেওয়া। এবং আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা।

> ২৪/৫৪: বলো: তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে রাসূলের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে সৎ পথ পাবে। আর রাসূলের কাজ তো কেবল স্পস্টরুপে বাণী পৌঁছে দেওয়া।

> ৬৪/১২: তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেওয়া।

> তুমি সতর্ক কর এ কোরআন দিয়ে তাদেরকে যারা ভয় করে যে,তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে....। [৬/৫১, ৬/৭০, ৬/৯২,৬/১০৬, ৭/৩, ২৬/১৯২-১৯৬,২১/৪৫,৫০/৪৫]।

> ৮৭/৯: তুমি উপদেশ দিতে থাকো।

> ২৮/৫৬: (হে নবী!) নিশ্চয়ই যাকে তুমি ভালোবাস, (ইচ্ছা করলেই) তাকে তুমি সঠিক পথ দেখাতে পারবে না; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথ প্রদর্শন করে।

অনুপম তওবার প্রতিফলন

ফেরদৌস ফয়সাল

বুরাইদাহ (রা.)-এর বরাতে তার পিতা বর্ণনা থেকে পাওয়া এই হাদিস। মাইয ইবনু মালিক আসলামী নবী সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার ওপর জুলুম করেছি, অর্থাৎ ব্যাভিচার করেছি। আমি চাই যে আপনি আমাকে পবিত্র করবেন। তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পর দিন সে আবার নবী সা.-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ব্যাভিচার করেছি। এবারও তিনি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সা. তার সম্প্রদায়ের কাছে একজন লোককে পাঠালেন। লোকটি সেখানে গিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি মনে করেন যে তার মস্তিষ্ক–বিকৃতি ঘটেছে? সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে? জবাবে তারা বলল, আমরা তো তার মস্তিষ্কের বিকৃতি সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না। আমরা জানি যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতির।

এরপর মাইয তৃতীয়বার রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে এল। তখন তিনি আবারও একজন লোককে তার গোত্রের কাছে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠালেন। তখনো তাঁরা তাঁকে জানালেন যে আমরা তার সম্পর্কে খারাপ কোনো কিছু জানি না এবং তার মস্তিষ্কের কোনো বিকৃতি ঘটেনি।

এরপর যখন চতুর্থবার সে এল, তখন তার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হলো। নবী সা. তাকে (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) নির্দেশ প্রদান করলেন। সুতরাং তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর গামিদী এক নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ব্যাভিচার করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তখন নবী সা. তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পর দিন আবার নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল সা. আপনি কেন আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আপনি সম্ভবত আমাকে ওইভাবে ফিরিয়ে দিতে চান, যেমনভাবে আপনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মাইযকে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি গর্ভবতী। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি ফিরে যেতে না চাও, তবে আপাতত এখনকার মতো চলে যাও এবং প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। এরপর যখন সে সন্তান প্রসব করল, তখন ভূমিষ্ঠ সন্তানকে এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে তাঁর কাছে এল এবং বলল, এ সন্তান আমি প্রসব করেছি। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, যাও তাকে (সন্তানকে) দুধপান করাও। দুধপান করানোর সময় পার হলে পরে এসো। এরপর যখন তার দুধপান করানোর সময় শেষ হলো, তখন ওই নারী শিশুসন্তানটি নিয়ে তাঁর কাছে আবার এল এমন অবস্থায় যে শিশুটির হাতে এক টুকরা রুটি ছিল। এরপর বলল, হে আল্লাহর নবী! এই তো সেই শিশু, যাকে আমি দুধপান করানোর কাজ শেষ করেছি। সে এখন খাবার খায়। শিশুসন্তানটিকে তিনি একজন মুসলোনকে প্রদান করলেন। এরপর তাকে (ব্যভিচারের শাস্তি) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। নারীর বুক পর্যন্ত গর্ত খনন করানো হলো; এরপর জনগণকে (তার প্রতি পাথর নিক্ষেপের) নির্দেশ দিলেন। তারা তাকে পাথর মারতে শুরু করল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) একটি পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং নারীর মাথায় নিক্ষেপ করলেন, তাতে রক্ত ছিটকে পড়ল খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর মুখমণ্ডলে। তখন তিনি নারীকে গালি দিলেন। নবী সা. তাঁর গালি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, সাবধান! হে খালিদ! সে মহান আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, জেনে রেখো! নিশ্চয়ই সে এমন তওবা করেছে, যদি কোনো ‘হক্কুল ইবাদ’ বা বান্দার হক বিনষ্টকারী ব্যক্তি এমন তওবা করত, তবে তারও ক্ষমা হয়ে যেত। এরপর তার জানাজার নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। তিনি তার জানাজার নামাজ আদায় করলেন। এরপর তাকে দাফন করা হলো।

বিপদে ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’ পাঠের মাহাত্ম্য

ফয়সাল

হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন অবিশ্বাসী অত্যাচারী শাসক নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করে, তখন তিনি পড়েন ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল’। যার ফলে আল্লাহ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৭৩ নম্বর আয়াতের অংশ ‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ অর্থ: আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।

‘হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল, নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির।’ এই দোয়া জিকির যেকোনো সময় করা যায়। অসুস্থ বা উদ্বিগ্ন অবস্থায়, কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় অথবা শত্রুর হাত থেকে মুক্তির জন্য এ দোয়া বিশেষ কার্যকর। এই দোয়ায় আল্লাহর কাছে সরাসরি কিছু চাওয়া হয় না। আল্লাহই যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী। অন্য দোয়ার মতো আল্লাহর কাছে কোনো আবেদন করা হয় না। দোয়াটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে হজরত ইব্রাহিম (আ.) ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা. সবচেয়ে কঠিন সময়গুলোতে এই দোয়া পড়তেন।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো মুসলিমরা প্রথমবারের মতো জানতে পারে তাদের বদরের যুদ্ধে অংশ নিতে হবে। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যযাত্রা, মক্কার কুরাইশদের এক হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে আগমন সব তথ্য মুসলিমরা পাচ্ছিল। মুসলিমরা বদরের ময়দানে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হলেও তাদের তখনো প্রস্তুতি চলছিল।

এ অবস্থায় সাহাবিদের মানসিকতা কেমন ছিল, আল্লাহ সে প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তাদেরকে লোকে বলেছিল যে তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো । তখন এ তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল আর তারা বলেছিল ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

এটি পড়ার কথা সহিহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। রাসুল সা. মুশরিকদের হামলা হবে, এমন খবর শুনে হামরাউল আসাদ নামক জায়গায় দোয়াটি পাঠ করেন। (বুখারি, হাদিস: ৪৫৬৩)

এখানে আল্লাহকে ওয়াকিল বলা হয়েছে। ওয়াকিল মানে হলো অভিভাবক। মানুষ যখন আল্লাহর হাতে নিজেদের কোনো সংকটকালীন মুহূর্তে সোপর্দ করে, তখন আল্লাহ নিজেই তাদের হেফাজত করা এবং সমস্যা সমাধান করার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। একইভাবে সুরা তওবার ৫৯ নম্বর আয়াতে আছে, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে যদি ওরা তুষ্ট হতো, তাহলে বলা হতো আর যদি বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই শিগগিরই নিজের অনুগ্রহ থেকে আমাদের দান করবেন ও তাঁর রাসুল দান করবেন; আমরা আল্লাহরই ভক্ত। (সুরা তওবা, আয়াত: ৫৯)

আবার সুরা তওবার শেষ আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘তারপর ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি আর তিনি মহা আরশের অধিপতি।’ (সুরা তওবা, আয়াত: ১২৯)

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন—হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। ফলে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে পড়েছিল। মুহাম্মদ সা. তখন বলেছিলেন, ‘যখন লোকেরা বলেছিল, (কাফির) লোকেরা তোমাদের মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে। ফলে তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এ কথা তাদের ইমান বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল—হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল। অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।’ সাহাবিরা এই দোয়া আমল করেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়। যখন সাহাবিরা জানতে পারলেন ১০ হাজার সেনা এসে মদিনা শহরকে ঘেরাও করতে যাচ্ছে, তখনো তাঁরা আল্লাহর কাছে এই বলে সাহায্য কামনা করেছিলেন—হাসবুনাল্লাহি ওয়া নিমাল ওয়াকিল। (বুখারি: ৪৫৬৩-৪৫৬৪)

তিরমিজি শরিফে একটি হাদিস আছে। হাদিসটি যে পরিচ্ছেদে আছে, তার নাম হলো, ‘বিপদে আপনি যা করবেন।’ অর্থাৎ বিপদে পড়া অথবা বিপদের আশঙ্কা থাকে, তখন করণীয় কী? হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘কেমন করে হাসিখুশি থাকব, অথচ শিঙাওয়ালা (ইসরাফিল ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ করা হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।’ এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবিরা রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এমনটি দেখে মহানবী সা. তাঁদের বললেন, ‘তোমরা বলো, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল।’ অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই কত ভালো কর্মবিধায়ক। (তিরমিজি: ২৪৩১, ৩২৪৩

ইবাদতে ব্যস্ত থাকা ব্যক্তির জন্য আল্লাহর সুসংবাদ

সাখাওয়াত উল্লাহ

অবসর মানে ব্যস্ততা থেকে খালি হওয়া। ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার অর্থ হলো, আখিরাতের জীবনকে সামনে রেখে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালিত করা। মহান আল্লাহ হাদিসে কুদসিতে তাঁর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। আমি তোমার বক্ষ অভাবমুক্ত করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করে দেব।

আর যদি সেটা না করো (অর্থাৎ আমার ইবাদতের জন্য অবসর না হও), তবে তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার অভাব-অনটনের পথ কখনো বন্ধ করব না।’ (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৬৬)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহলে আমি তোমার অন্তর ধনী বানিয়ে দেব এবং তোমার দুই হাত রিজিক দিয়ে পূর্ণ করে দেব। হে আদম সন্তান! আমার (ইবাদত) থেকে দূরে সরে যেয়ো না! তবে আমি তোমার হৃদয় দারিদ্র্য দিয়ে পূর্ণ করে দেব এবং তোমার দুই হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।’ (মুস্তাদরাক হাকেম, হাদিস : ৭৯২৬)

সব কাজ থেকে যথা সময়ে নিজেকে অবসর করে নিয়ে আল্লাহর অভিমুখী হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তাঁর রাসুল সা.-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘অতএব যখন অবসর পাও, ইবাদতের কষ্টে রত হও এবং তোমার রবের দিকে রুজু হও।’ (সুরা : ইনশিরাহ, আয়াত : ৭-৮)

এ আয়াতের তাফসিরে ইবনু কাসির (রহ.) বলেন, ‘যখন তুমি দুনিয়ার কাজকর্ম ও ব্যস্ততা থেকে অবসর হবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত হবে, তখন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করো এবং অন্তরকে খালি করে সক্রিয়ভাবে ইবাদত সম্পাদন করো। আর নিয়ত ও আগ্রহকে একমাত্র তোমার রবের জন্য বিশুদ্ধ করো।’ (তাফসিরে ইবনে কাসির, ৮/৪৩৩)

ইবাদতের জন্য অবসর তিন ভাগে বিভক্ত : (১) মনের অবসর, (২) শরীরের অবসর ও (৩) সময়ের অবসর।

মনের অবসর : মনের অবসর হলো, গভীর মনোযোগী হয়ে ইবাদত করা, অন্তরকে লৌকিকতামুক্ত করা, নিয়ত পরিশুদ্ধ করা।

শরীরের অবসর : শরীরের অবসর হলো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং পাপাচার থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে জিকরে ব্যস্ত রাখা, সত্য কথা বলা, লজ্জাস্থানের হেফাজত করা, পেট হারাম খাদ্য থেকে বিরত রাখা ইত্যাদি।

সময়ের অবসর : সময়ের অবসর হলো, নির্দিষ্ট সময় ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা। যেমন : প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখা, প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি।

সব কিছুর ওপর আল্লাহর ইবাদতের অগ্রাধিকার ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো, দুনিয়ার সব কাজের ওপর আল্লাহর আনুগত্য প্রাধান্য দেওয়া। কেননা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

তবে ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। কারণ সামর্থ্যের অতিরিক্ত আমল করা শুরু করলে কয়েক দিন পরে সেটাতে বিরক্তি চলে আসবে। তাই ইবাদতে মধ্যপন্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। নবী করিম সা. বলেন, ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাকো। কারণ আল্লাহ (সওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর কাছে ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হলেও নিয়মিত করা হয়।’ (বুখারি, হাদিস : ৫৮৬১)

আল্লাহর ইবাদতের জন্য অবসর হওয়ার সর্বশেষ স্বরূপ হলো, ইবাদতে ইস্তিকামাত তথা অবিচল থাকা। আর ইবাদতে অবিচল থাকার অর্থ হচ্ছে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়মিত আল্লাহর আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন। অতএব তোমরা তাঁর দিকেই দৃঢ়ভাবে গমন করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।’ (সুরা : হা-মিম সাজদাহ, আয়াত : ৬)

মহান আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন।

কবরে কাজে আসবে যে সন্তান

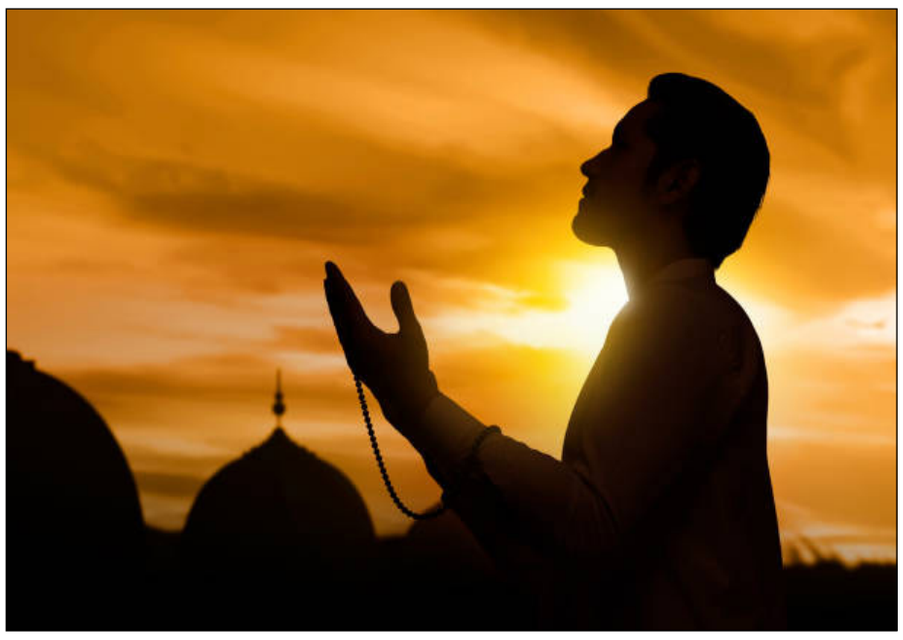

সাখাওয়াত

মৃত্যুর পর মানুষের আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে মা-বাবা নেককার সন্তান রেখে কবরে যান, মৃত্যুর পর তাঁর নেকি অর্জনের পথ বন্ধ হয় না। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ছাড়া—সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। ’ (মুসলিম, হাদিস : ১৬৩১; তিরমিজি, হাদিস : ১৩৭৬)

মানুষ মারা গেলে বরজখি জীবনে থাকে। সেখানে সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে। রাসুল সা. বলেন, ‘মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে, (১) যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেবে অথবা (২) নদী খননের ব্যবস্থা করবে অথবা (৩) কূপ খনন করবে অথবা (৪) কোনো খেজুরগাছ রোপণ করবে অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা (৬) কোরআন কাউকে দান করবে, অথবা (৭) এমন কোনো সন্তান রেখে যাবে, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ’ (মুসনাদ বাজ্জার, হাদিস : ৭২৮৯; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৭৩)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, ‘ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সঙ্গে যুক্ত হয় তা হলো, যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কোরআন, যা সে ওয়ারিশি সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর, যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার সম্পদ থেকে যে দান-খয়রাত করেছে, তা তার মৃত্যুর পরও তার সঙ্গে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে। ’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪১)

মা-বাবা একজন নেক সন্তানের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন। তাঁরা নেক সন্তানের মাধ্যমে সমাজের বুকে যেমন সম্মানিত হন, তেমনি আখিরাতেও তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসুল সা. বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে। ’ (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৬১০) অর্থাৎ পিতার জন্য নেক সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে সেই পিতাকে আল্লাহ জান্নাতের উচ্চাসন দান করবেন।

অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিদান

আহমাদ মুহাম্মাদ

ইসলাম চায় সমাজের বিত্তবানরা সুখে-দুঃখে অভাবী ও অসচ্ছল মানুষের পাশে দাঁড়াক। এ ক্ষেত্রে পরস্পর লেনদেনে কোমলতা কাম্য। অসচ্ছল ও অভাবীকে অবকাশ দিলে পাপ মোচন হয়। নবী করিম সা. বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দেয়। কোনো অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৮) হুজাইফা (রা.) বলেন, আমি নবী করিম সা.-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকদের সঙ্গে বেচাকেনা করতাম। ধনীদের অবকাশ (সুযোগ) দিতাম এবং গরিবদের হ্রাস (সহজ) করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারি, হাদিস : ২৩৯১) রাসুলুল্লাহ সা. আরো বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ব্যক্তির রুহের সঙ্গে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোনো নেক কাজ করেছ? লোকটি জবাব দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে তারা যেন অসচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৭)

ঘুষখোর প্রসঙ্গে মহানবী সা. যা বলেছেন

সাখাওয়াত উল্লাহ

কোনো ক্ষমতাধর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য যা কিছু প্রদান করা হয়, তাকে ঘুষ বা উৎকাচ বলা হয়। কারো কারো মতে, অন্যায়ভাবে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করার নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অর্থ বা অন্য কিছু প্রদান করাকে ঘুষ বলে। কেউ কেউ বলেন, ঘুষ হচ্ছে স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থের ওপর অবৈধ পন্থায় অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। একেক প্রতিষ্ঠানে একেক নামে এটি পরিচিত।

নাম বদল করে অনেকে এ অপরাধ হালকাভাবে দেখতে চান। কিন্তু ঘুষ ঘুষই, তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ সা.-এর দরবারে একজন কর্মচারী কিছু মাল এনে বলল, এটা আপনাদের (সরকারি) মাল, আর এটা আমাকে দেওয়া হাদিয়া। রাসুলুল্লাহ সা. এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না কেন, তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? (বুখারি, হাদিস : ২৫৯৭)

ঘুষ বা উৎকাচ আসে হাদিয়া বা উপহারের রূপ ধারণ করে। অথচ ইসলামে হাদিয়া জায়েজ, কিন্তু ঘুষ হারাম। ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, হাদিয়ায় আর্থিক কোনো লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু ঘুষে আর্থিক লাভের আশা থাকে।

ঘুষখোর আমানতের খিয়ানতকারী : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি, সে যদি ভাতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে আমানতের খিয়ানত। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৪৩)

আর খিয়ানতকারীকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমানতের খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।’ (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৫৮)

ঘুষখোর মজলুমের বদদোয়ার শিকার : রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই। (বুখারি, হাদিস : ২৪৪৮)

অর্থাৎ মজলুমের দোয়া ব্যর্থ হয় না। তা ছাড়া কিয়ামতের দিন অন্যের সম্পদ ভক্ষণকারী জালিমের কাছ থেকে তার নেকি হতে মজলুমের বদলা পরিশোধ করা হবে।

নেকি শেষ হয়ে গেলে মজলুমের পাপ জালিমের ওপর চাপানো হবে। পরিশেষে তাকে নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (বুখারি, হাদিস : ৬৫৩৪)

ঘুষ কিয়ামতের দিন ঘুষখোরের কাঁধে চেপে বসবে : রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারীর হাদিয়া গ্রহণের কথা শুনে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি ঘোষণা দিলেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সদকার মাল থেকে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে নিয়ে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, গাভি হলে হাম্বা হাম্বা শব্দ করবে এবং বকরি হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। (বুখারি, হাদিস : ২৫৯৭

ঘুষখোররা ইবাদত ও দান-খয়রাত করেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত : রাসুলুল্লাহ সা. দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, ধুলা মলিন এলোকেশে ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম। আর তার দেহও হারাম উপার্জন দ্বারা গঠিত। তার প্রার্থনা কবুল হবে কিভাবে? (তিরমিজি, হাদিস : ২৯৮৯)

অর্থাৎ হারাম ভক্ষণ করায় তার প্রার্থনা কবুল হবে না, যদিও মুসাফিরের প্রার্থনা সাধারণত কবুল হয়ে থাকে। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫৩৬)

নিরুপায় হয়ে ঘুষ দিলে তার বিধান : যে ব্যক্তি নিজের কোনো ন্যায্য প্রাপ্য জিনিস বা অধিকার আদায়ের জন্য নিরুপায় হয়ে ঘুষ দেয় এবং কারো জুলুম থেকে বাঁচার জন্য অনন্যোপায় হয়ে ঘুষ দেয়, তার ওপর অভিসম্পাত পতিত হবে না। তবু এমন পরিস্থিতিতে ঘুষ দেওয়ার সুযোগ থাকলেও না দেওয়াই উত্তম।

ঘুষ থেকে বাঁচার উপায় : ঘুষ থেকে বাঁচার উপায় হলো পরকালের ভয়, সম্পদের লোভ বর্জন, আল্লাহভীতি, পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা ও গণসচেতনতা।

ডর্টমুন্ডের কাছে হেরেও ৬ বছর পর সেমিফাইনালে বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: ডর্টমুন্ড ৩:১ বার্সেলোনা (দুই লেগ মিলিয়ে বার্সেলোনা ৫-৩ ব্যবধানে জয়ী)

এক দল শট নিয়েছে ১৮টি, লক্ষ্যেই ছিল ১১টি।
আরেক দল শটই নিয়েছে ৭টি, লক্ষ্যে মাত্র দুটি।
স্পষ্ট ব্যবধান গোলসংখ্যায়ও। ৩টির বিপরীতে ১টি। এত কিছুর পরও দিন শেষে হাসিমুখ দ্বিতীয় দলটিরই। দলটির নাম বার্সেলোনা। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে ৪-০ ব্যবধানে জেতা বার্সা আজ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে দ্বিতীয় লেগে হেরেছে ৩-১ গোলে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

তবে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। এক দশক আগে শেষবার ইউরোপীয় ট্রফি জেতা বার্সেলোনা চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল ছয় বছর পর। গত সপ্তাহে প্রথম লেগ বড় ব্যবধানে জেতায় শেষ চারে এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। তবে সিগনাল এদুনা পার্কে হানসি ফ্লিকের দলকে বড় ঝড়ই সামাল দিতে হয়েছে। ম্যাচের ১১ মিনিটেই গোলকিপার ভয়েচেক সেজনির ফাউলের কারণে পেনাল্টির বাঁশি বাজে বার্সেলোনার বিপক্ষে। যে পেনাল্টি থেকে গোল করে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দেন সেরহু গিরাসি।
তবে দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ৪-১ থাকায় তখনো অতটা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বার্সেলোনার। তবে এরপর একের পর এক আক্রমণে বার্সা রক্ষণকে তটস্থ করে ফেলে ডর্টমুন্ড। প্রথমার্ধে আর কোনো গোল না হলেও বার্সার মনে ভয় ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয় স্বাগতিকেরা।
ওই সময়ের মধ্যে নিজেরা মাত্র একটি শট নিতে পারলেও ডর্টমুন্ডের লক্ষ্যে শটই মোকাবেলা করতে হয়েছে ৭টি। ২০২৪-২৫ মৌসুমে কোনো প্রতিযোগিতার কোনো ম্যাচেই বার্সেলোনা প্রথমার্ধে এত বাজে খেলেনি।
বিরতির পর বার্সাকে আরও কোণঠাসা করে ফেলে ডর্টমুন্ড। ৪৯তম রামি বেনসেবাইনির হেড পাস থেকে হেডে বল জালে জড়ান গিরাসি। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন কমে আসে ৪-২।
তবে ৫৩তম মিনিটেই একটি গোল পেয়ে যায় বার্সেলোনা। ফারমিন লোপেজের বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল ঠেলে দেন প্রথমার্ধে বার্সাকে সবচেয়ে বেশি ভোগানো ডিফেন্ডার রামি।
ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে ডর্টমুন্ডকে আরেকটি গোল এনে দেন গিরাসি। রোনাল্দ আরাউহো বল গিরাসির পায়ে তুলে দিলে সহজেই জালে জড়িয়ে দেন গিনির এই স্ট্রাইকার। এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে এটি গিরাসির ১৩তম গোল।
স্কোরলাইন ৫-৩ ব্যবধানে এনে সমতার জন্য মরিয়া চেষ্টা ছিল ডর্টমুন্ডের। ইউলিয়ান ব্রান্ডট বল জালেও পাঠিয়েছেন একবার, কিন্তু অফসাইডে তা বাতিল হয়। বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলে ৩-১ ব্যবধানে ম্যাচ জিতেও দুই লেগের স্কোরলাইনে হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ডর্টমুন্ডকে।
বার্সেলোনা সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২৪ ম্যাচ পর হারের মুখ দেখলেও মাঠ ছেড়েছে হাসিমুখেই। ২০১৯ সালের পর এবারই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ চারে খেলবে দলটি।
সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ হবে আগামীকাল বায়ার্ন মিউনিখ-ইন্টার মিলানের মধ্যকার জয়ী দল।

চিনে ১১ তলা থেকে পড়ে গ্যাবানিজ ফুটবলারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ২৮ বছর বয়সেই চলে গেলেন গ্যাবন জাতীয় দলের স্ট্রাইকার অ্যারন বুপেন্দজা। আজ চীনে একটি ভবনের ১১ তলা থেকে পড়ে তিনি মারা গেছেন বলে জানিয়েছে গ্যাবন ন্যাশনাল ফুটবল ফেডারেশন (ফেগাফুট)। বুপেন্দজা চীনের ফুটবল ক্লাব জেনজিয়াং এফসিতে খেলতেন। ফেডারেশনের এক্স পোস্টে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে বলা হয়, 'বুপেন্দজা আমাদের মধ্যে একজন গ্রেট স্ট্রাইকারের স্মৃতি রেখে গেছেন, যিনি ক্যামেরুনে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে নিজের পদচিহ্ন এঁকেছিলেন।' ২০২২ সালে আফ্রিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ আসরে কমরোসের বিপক্ষে গ্যাবনের জয়ে একমাত্র গোলটি করেছিলেন বুপেন্দজা। বুপেন্দজার পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু ২০১৫ সালে গ্যাবানিজ ক্লাব মোনানা দিয়ে। ২০১৭ সালে যোগ দেন ফ্রেঞ্চ লিগ আঁর দল বোর্দোয়। এরপর আরও কয়েকটি ক্লাবে ঘুরে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যোগ দেন চীনের জেনজিয়াং এফসিতে। গ্যাবনের সংবাদমাধ্যম গ্যাবন টোয়েন্টিফোর জানিয়েছে, ঠিক কীভাবে ১১ তলা উঁচু থেকে নিচে পড়েছেন জানা যায়নি, 'কোন পরিস্থিতিতে হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটেছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম চলমান।' বুপেন্দজা ক্লাব ক্যারিয়ারে ২১৮ ম্যাচে করেছেন ৯৬ গোল, যার মধ্যে জেনজিয়াং এফসিতে ৬ ম্যাচেই ৪টি। তবে এমন চমৎকার শুরু থেমে গেল চার মাসেই।

শিষ্যদের বার্নাব্যু জয়ের মন্ত্র শেখাতে শেখাতে মাঠে নিজেই পড়ে গেছেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা

এটাই আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সেরা জয়: পন্টিং

আপনজন ডেস্ক: আগের ম্যাচে ২৪৫ রান করেও জিততে পারেনি পাঞ্জাব কিংস। অথচ পরের ম্যাচে ১১১ রানের পুঁজি নিয়েও ১৬ রানে জিতে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে। আন্দ্রে রাসেলে আউট হওয়ার পর ডাগআউটে লাফিয়ে উঠেন রিকি পন্টিং। কোচিং স্টাফের অন্যরা ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে মেতে উঠলেন খ্যাপাটে উল্লাসে। গোটা দল নিয়ে গ্যালারির কাছে দর্শকদের নাগালে গিয়েও মেতে উঠলেন উদযাপনে। সেই উদযাপন চলতে থাকল লম্বা সময় ধরে। মাইক্রোফোন হাতে টিভি ক্যামেরার সামনে অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি এমন ম্যাচ জিতে যেন উত্তেজনা সইতে পারছিলেন না। তিনি বলেন, হৃৎস্পন্দন এখনও অনেক বেশি, সম্ভবত দুইশর ওপরে। এই পঞ্চাশের বেশি বয়সে এই ধরনের ম্যাচ আমার খুব বেশি প্রয়োজন নেই।
অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ী এই তারকা আরও বলেন, খেলাটি কতটা মজার! তিন দিন আগে ২৪৫ রান করেও আমরা জিততে পারিনি, আজ ১১১ রান নিয়েও ১৬ রানে জিতে গেলাম।
পন্টিং বলেন, সত্যি বলতে,

আইপিএল

মাঝবিররিতে ছেলেদেরকে বলেছিলাম, এই ধরনের ছোট রান তাড়া কখনও কখনও সবচেয়ে কঠিন কাজ হয়ে ওঠে। উইকেট খুব সহজ ছিল না। ম্যাচজুড়েই দেখেছেন, বল একটু থেমে আসছিল।
এই ধরনের জয় সবচেয়ে মধুর অনুভূতিগুলোর একটি। বলেছিলাম, যদি আমরা জিততে পারি, সম্ভবত সবার জীবনের সবচেয়ে সেরা জয়গুলোর মধ্যে থাকবে। সেটিই হয়েছে।
আইপিএলে অনেক ম্যাচে কোচিং করিয়েছি আমি। তবে এটাই আমার সবচেয়ে সেরা জয়।
১১২ রান তাড়ায় এক পর্যায়ে কলকাতার রান ছিল ২ উইকেটে ৬২। এরপর ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ইউজভেন্দ্রা চেহেল। আজিঙ্কা রাহানেকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙার পর দ্রুত আরও তিনটি উইকেট নেন অভিজ্ঞ লেগ স্পিনার।
১৮ কোটি রুপিতে এবার তাকে দলে নিয়েছে পাঞ্জাব, আইপিএলে যা স্পিনারদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের রেকর্ড। অথচ মৌসুমের প্রথম পাঁচ ম্যাচে তার শিকার ছিল স্রেফ দুই উইকেট। আগের ম্যাচে চার ওভারে রান গুনেছিলেন ৫৬। অবশেষে ছন্দ পেয়ে চার উইকেট নিয়ে দলকে জেতালেন আইপিএল ইতিহাসের সফলতম বোলার।
ম্যাচের পর পন্টিং জানালেন, চেহেল আজকে কতই না ভালো ছিল! কী দারুণ এক স্পেল সে উপহার দিল! এই সপ্তাহে আমরা তার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। গত ম্যাচে কাঁধে চোট পাওয়ার পর এই ম্যাচের আগে তার ফিটনেস পরীক্ষা হয়েছিল।
আইপিএল ইতিহাসে ২০০ উইকেট শিকারি একমাত্র বোলারের শিকার এখন ২১১টি। ১৯২ উইকেট নিয়ে দুইয়ে আরেক লেগ স্পিনার পিয়ুশ চাওলা। ১৮৭ উইকেট সুনিল নারাইনের।

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে থাকছে ক্রিকেট, ভেন্যুর নাম ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ১২৮ বছর পর অলিম্পিক গেমসে ফিরছে ক্রিকেট। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে থাকছে ব্যাটে-বলের লড়াই।
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) জানিয়েছে, সোনার পদকের জন্য পুরুষ ও নারী বিভাগে লড়বে ৬টি করে দেশ।
যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পোমোনাতে অলিম্পিক গেমসের ক্রিকেট ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।
গেমসের ভেন্যু সম্পর্কে ঘোষণা দিতে গিয়ে এলএ২৮ আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, ক্রিকেট (টি-টোয়েন্টি) বিশ্বব্যপী একটি জনপ্রিয় ইভেন্ট যা ২০২৮ অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
ক্রিকেট আয়োজনের জন্য পোমোনার ফেয়ারগ্রাউন্ডে অস্থায়ী ভিত্তিতে একটি ভেন্যু নির্মাণ করা হবে।
এলএ২৮'র এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) চেয়ারম্যান জয় শাহ বলেছেন, 'যদিও ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে দারুণ জনপ্রিয় একটি খেলা, সে কারণে অলিম্পিকে আবারো এটা ফিরে আসাটাই স্বস্তির বিষয়। আকর্ষণীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মাধ্যমে অবশ্যই নতুন নতুন দর্শক ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী হবে। আইসিসির পক্ষ থেকে আমি এলএ২৮'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসাথে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিকে তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এলএ২৮'এ ক্রিকেটের সফলতার জন্য আইওসির সাথে আইসিসি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।'
অলিম্পিকে ক্রিকেট শেষবার দেখা গিয়েছিল ১৯০০ সালে। সেবার গ্রেট ব্রিটেন স্বর্ণ ও ফ্রেঞ্চ এথলেটিক ক্লাব ইউনিয়ন রৌপ্য জয় করে।
এরপর থেকে আর ক্রিকেট খেলা হয়নি বৈশ্বিক এই প্রতিযোগিতায়।
১৯৮৬ সালে অ্যাথেন্স অলিম্পিকে ক্রিকেট রাখা হলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক দল অংশ না নেওয়ায় শেষপর্যন্ত মাঠে গড়ায়নি কোনো বল।
এরপর থেকে নিয়মিত চেষ্টা করা হয়েছে ক্রিকেটকে অলিম্পিকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ২০২৪ অলিম্পিক আসরে ক্রিকেট অন্তর্ভুক্তির জন্য আইসিসি চেষ্টা করলেও তা আর হয়নি। এবার তা আলোর মুখ দেখেছে। ২০২৮ অলিম্পিকে ছ'টি দল খেলবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। পুরুষ এবং নারী, দুই বিভাগের ক্ষেত্রেই সংখ্যাটি একই থাকছে।

রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল, বিশ্বাস সাকিবের

আপনজন ডেস্ক: দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা অবস্থায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সাকিব আল হাসান। মাত্র ৬ মাসের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডারের। গত বছর জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট আর দর্শকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে আগুনে আরও ঘি ঢেলেছেন তিনি। গত ৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে ফিরতে পারননি দেশসেরা এই অলরাউন্ডার। তার নামে হয়েছে একাধিক মামলা, জব্দ হয়েছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। সম্প্রতি দেশের একটি ইংরেজি দৈনিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন যে তার রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল না। এমনকি তিনি যদি আবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তবে তার বিশ্বাস যে তিনিই জিতবেন।
রাজনীতিতে যোগ দেয়া প্রসঙ্গে সাকিব আল হাসান বলেন, 'দেখুন, আসল কথা হচ্ছে রাজনীতিতে যোগ দেয়া যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে যে-ই রাজনীতিতে যোগ দিক না কেন, সেও ভুল করবে। সেটা ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, ব্যারিস্টার হোক, ব্যবসায়ী হোক, যে-ই রাজনীতিতে যোগ দিক না কেন, সে ভুল করবে। তবে রাজনীতিতে যোগ দেয়া যেকোনো নাগরিকের অধিকার এবং যে কেউ তা করতে পারে। আমি মনে করি, আমি যখন যোগ দেই তখন সঠিক ছিলাম এবং এখনও বিশ্বাস করি আমি সঠিক ছিলাম। কারণ আমার উদ্দেশ্য ছিল মাগুরার মানুষের জন্য কাজ করা।'
সাকিবের বিশ্বাস যে, যারা মনে করেন সাকিবের রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না, তারা কেউই তার এলাকার মানুষ নন। এ প্রসঙ্গে সাকিব বলেন, 'দেখুন, মানুষ যতই বিতর্ক করুক যে আমার রাজনীতিতে আসা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না, তবে যারা এটি বলছে তাদের বেশিরভাগই আমার এলাকার ভোটার নয়। মাগুরার ভোটাররা অবশ্য ভিন্ন ভাবে চিন্তা করে এবং সেটিই আসল কথা। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে আজ আমি যদি নির্বাচনে দাঁড়াই, মাগুরার মানুষ আমাকে ভোট দেবে। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারব।'

ঝামেলার পরদিনই ইস্টবেঙ্গলে অতীত হয়ে গেলেন ক্লেইটন সিলভা

আপনজন ডেস্ক: স্বঘোষিত কিংবদন্তি ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে যৌথ সম্মতিতে চুক্তি শেষ করল ইস্টবেঙ্গল। সুপার কাপ ২০২৫ শুরু হওয়ার ঠিক আগে ক্লেইটনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। বারবার অনুশীলনে ঝামেলা করছিলেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ইস্টবেঙ্গলের প্রধান কোচ অস্কার ব্রুঁজোর সঙ্গে ক্লেইটনের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। গত রবিবার অনুশীলনে তাঁদের বচসা হয়। মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান ক্লেইটন। এরপর মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ নিজেদের ক্লাবের মাঠে অনুশীলন চলাকালীন সিটিও অময় ঘোষাল এবং এক সহকারী কোচের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ক্লেইটন। এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ফের মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান। তাঁকে শান্ত করা চেষ্টা করেন দেবজিৎ মজুমদার ও সৌভিক চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁদের কথায় কান দেননি ক্লেইটন। এরপরেই তাঁকে ছেঁটে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন ক্লেইটন। কলিঙ্গ সুপার কাপ ফাইনালে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করেন লাল-হলুদের অধিনায়ক। কিন্তু এবার সুপার কাপ শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগেই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লাব ছাড়তে বাধ্য হলেন। তাঁকে ছাড়াই সুপার কাপে খেলতে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।
বুধবার বিকেলে ক্লাবের পক্ষ থেকে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ইস্টবেঙ্গল ও ক্লেইটন সিলভা যৌথ সম্মতিতে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। অসাধারণ পরিষেবার জন্য ক্লাব তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চায়।' এখনও পর্যন্ত ক্লেইটনের বক্তব্য জানা যায়নি।
চলতি মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কোনও ম্যাচেই গোল পাননি ক্লেইটন। তিনি ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও গোল পাননি। এই কারণে কোচের আস্থা হারাচ্ছিলেন। তা বুঝতে পেরেই হয়তো মেজাজ হারান ক্লেইটন। তিনি বারবার শৃঙ্খলাভঙ্গ করছিলেন। এই কারণেই হয়তো কড়া সিদ্ধান্ত নিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। সুপার কাপের আগে ক্লেইটনকে ছেঁটে ফেলে দলের সবাইকে বার্তা দেওয়া হল।

মারাদোনার মেয়ের দাবি চিকিৎসকেরা 'বিভ্রান্ত' করেছিলেন তাঁদের

আপনজন ডেস্ক: 'অবহেলাজনিত কারণে ডিয়েগো মারাদোনার মৃত্যু' নিয়ে বিচারকাজ চলছে আর্জেন্টিনার আদালতে। মঙ্গলবার সেই আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন প্রয়াত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির মেয়ে দালমা মারাদোনা। সাক্ষ্য দিতে গিয়ে মারাদোনার বড় মেয়ে বলেছেন তাঁর বাবার চিকিৎসা নিয়ে চিকিৎসকেরা তাঁকে ও তাঁর বোনদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। এ ছাড়া যে বাড়িতে মারাদোনা মারা গেছেন, সেই বাড়ির পরিবেশও বসবাসের অযোগ্য ছিল দাবি দালমার। মারাদোনার পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে বড় জন দালমা তাঁর মা ক্লদিয়া ভিয়াফানেকে নিয়ে মঙ্গলবার আদালতে সাক্ষ্য দিতে যান। দালমা বিচারকের সামনে চিকিৎসকেরা কীভাবে তাঁদের বিভ্রান্ত করেছেন, সেই বর্ণনা দেন, 'তাঁরা আমাদের বাড়িতে রেখে চিকিৎসা (হোম হসপিটালাইজেশন) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু সে রকম কিছুই করা হয়নি। তাঁরা আমাদের এমন কিছু বিশ্বাস করিয়েছিলেন, যেসব তাঁরা কখনোই করেননি। আর এমনটা করতে গিয়ে তাঁরা নির্দয়ভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করে গেছেন, প্রতারণা করেছেন।' আর্জেন্টিনার ১৯৮৬ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর বাড়িতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬০ বছর বয়সে মারা যান। মস্তিষ্কে জমাট বাধা রক্ত অস্ত্রোপচারের পর বুয়েনস এইরেসের উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল মারাদোনাকে। মঙ্গলবার সাক্ষ্যে দালমা বলেন, ওই বাড়িটা চিকিৎসা দেওয়ার মতো উপযোগী ছিল না, 'জঘন্য পরিবেশ ছিল বাড়িটার। প্রস্রাবের গন্ধে টেকা যাচ্ছিল না। বিছানাও খুব নোংরা ছিল। সেখানে একটা বহনযোগ্য টয়লেট ছিল। আলো প্রবেশে বাধা দিতে জানালাগুলো ঢাকা ছিল। সেখানে কিছুই ছিল না। ভয়ংকর অবস্থা ছিল। রান্নাঘরটাও জঘন্য ছিল।' মারাদোনার চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে তাঁর চিকিৎসাসেবায় জড়িত সাতজনের বিচার চলছে। এঁদের মধ্যে একজন নিউরোসার্জন ও একজন মনোবিদও আছেন। যদি তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ মেলে, সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। আদালতে নিউরোসার্জন লিওপোলদো লুকে, মনোবিদ আগুস্তিনা কোসাচভ ও কার্লোস দিয়াজকে চিহ্নিত করে দালমা বলেন, 'বাবা হাসপাতালে থাকতে না চাওয়াতেই এই চিকিৎসকেরা বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেওয়ার কথা বলেন। স্বেচ্ছায় হাসপাতালে থাকা, জোর করে হাসপাতালে রাখা ও বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া—এই তিনটা বিকল্প ছিল। তবে তাঁরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন বাড়িতে রেখেই শুধু চিকিৎসা করানো সম্ভব। তাঁরা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২৪ ঘণ্টাই সেবা দেওয়ার, বলেছিলেন ব্লাডপ্রেসার ও চিকিৎসা দেওয়ার জন্য সব সময়ই নার্স থাকবে।' দালমা দাবি করেন যে বাড়িতে রেখে মারাদোনাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়, সে বাড়িতে তাঁকে ঢোকার অনুমতি দেননি চিকিৎসকেরা। মারাদোনার মৃত্যুর পরেই শুধু সে বাড়িতে যেতে পারেন দালমা। মারাদোনা মারা যাওয়ার পর সেই বাড়িতে গিয়ে হওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলার পর আবেগাপ্লুত দালমা চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি প্রতিটি মুহূর্তে বাবার অভাব অনুভব করি। যেটি সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয়, এটা জানা যে তাঁরা (চিকিৎসকেরা) নিজেদের কাজটা করলে হয়তো এমন কিছু হতো না।'

সব শেষে দালমা বলেন, এমন কিছু হতে পারে জানলে তিনি অন্য ব্যবস্থাই নিতেন, 'বাবা যে অবহেলার স্বীকার হয়েছে, সেটি মনে পড়লেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাই। যদি জানতাম এমন কিছু হবে, আমি হয়তো সবকিছু ভিন্নভাবে সামলাতাম। কিন্তু আমি এমন কিছু কল্পনাও করতে পারিনি।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Prrnted, Publrshed and owned by Zardul Haque, Publrshed from 94/2 Collrn Street, Kolkata-700016, Prrnted at Samar Prrntech, 29 Topsra Road South, Kolkata-700046. **Edrtorral Offrce:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Edrtor: Zardul Haque**